নিখিলবঙ্গ কল্যাণ
সমিতির সাংস্কৃতিক
বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা
আলিপুর বার্তা
সারা বাংলা জুড়ে

মৃত্যু যাদের
রহস্যে ঘেরা
৫ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১৫ আশ্বিন – ২১ আশ্বিন, ১৪৩৩ ঃ ০৩ অক্টোবর – ০৯ অক্টোবর, ২০২৬
Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 49, 03 October - 09 October 2026
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কৃষকদের বার্ষিক ভাতা ৬ হাজার বেড়ে হল ৯ হাজার, ধান কেনায় কুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা অতিরিক্ত, ১০০ কুইন্টালে বাড়তি ২০ হাজার। সেচের বিদ্যুতে মিলবে ভর্তুকি। প্যাকেজ আলুতেও। কৃষকবন্ধু ভেরিফিকেসন শেষ করে জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবার: এক ফ্রেমে তিন কমিশনারের ছবি প্রকাশ করে ভোট চুরি, এসআইআর নিয়ে ওঠা সব অভিযোগের ঐক্যবদ্ধ জবাব দিল নির্বাচন কমিশন। যুক্ত হল কিছু নতুন নিয়ম। বাদ পড়ারা ফের আবেদন করতে পারবে। নোটিশ পেলে বাড়ি যাবে বিএলআরওরা। শুনানী হবে ভার্চুয়াল।

সোমবার : আরএফটিআইয়ের হলে চলা একটি অনুষ্ঠানে ছাত্র বলে পরিচিত কিছু দুষ্কৃতী হামলা করলে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে আরএসএসএর শাখা সংগঠনের সদস্যদের। জানা গিয়েছে অখিল ভারত গ্রাহক পঞ্চায়েতের পশ্চিমবঙ্গ শাখা অনুমতি নিয়ে এই সভা করছিল।

মঙ্গলবার : তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা ১০ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজ মামলায় আইনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বিধানসভার স্পিকারেরই বলে জানিয়ে দিল সুপ্রীম কোর্ট। শীর্ষ আদালত আশা করছে ৩ মাস সময়সীমার শেষ দিন ৮ অক্টোবরের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার।

বুধবার : একই দিনে আদালত থেকে স্বস্তি পেলেন নন্দীগ্রাম উপ নির্বাচনের দুই প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থী হাসিরানী রথের প্রার্থীপদ বাতিলের আবেদন খারিজ করে দেয় যে কলকাতা হাইকোর্ট তারাই আবার অন্তর্বতী জামিন দেয় কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে।

বৃহস্পতিবার: যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মদের দোকানের দূরত্ব ৩০৫ মিটারের পরিবর্তে শহরাঞ্চলে ৫০০ মিটার ও গ্রামাঞ্চলে এক কিলোমিটার করে দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রবেশ দ্বার থেকে এই দূরত্ব হতে হবে।

WINE & BEER SHOP
IMPORTED LIQUOR & CHILLED BEER AVAILABLE

শুক্রবার: তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্গাপূজার পাস বিক্রি, অবৈধ ভাবে ইউনেস্কোর লোগো ব্যবহার করে প্রতারণার তদন্তে উঠে এল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নাম। মমতার অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভগ্ন গ্রন্থাগার পরিষেবা চাঙ্গা করতে নতুন সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন

কুনাল মালিক

তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছিল। দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৩টি গ্রন্থাগার মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বহু গ্রামীণ পাঠাগারের কোনো শৌচাগার নেই। অনেক গ্রন্থাগার লাইব্রেরিয়ানের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতি বছর জেলা বইমেলার নামে কার্যত মচ্ছব হয়েছে। নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আরো উন্নত ও চাঙ্গা করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। কিন্তু নতুন সরকারের উদ্যোগ নিয়েও উঠছে কিছু প্রশ্ন এবং বিতর্ক। এমনকি জেলার গ্রন্থাগারিক, লাইব্রেরিয়ান ও ডি এল ও দের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

এই প্রশ্ন ওঠা এবং অসন্তোষের সূত্রপাত ২৮/০৯/২০২৬ তারিখ থেকে। ওই দিন দপ্তরের ডিরেক্টর আশীষ কুমার সাহা সমস্ত জেলার ডিএলও, টাউন লাইব্রেরি, জেলা গ্রন্থাগারিকদের নোটিশ দেন। দু'দিনের মধ্যে লাইব্রেরীগুলোর যা প্রয়োজন আছে তার প্রস্তাব পাঠাতে হবে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, প্রতিটি জেলার জেলা গ্রন্থাগারিকদের বলা হয় দু'দিনের মধ্যে ১ কোটি টাকার প্রস্তাব দিতে হবে।

২৮ সেপ্টেম্বরই জানানো হয় দপ্তর থেকে বিকেল ৪টের সময় ডিএলও জেলা গ্রন্থাগারিক এবং টাউন লাইব্রেরিয়ানদের একটা ভিডিও কনফারেন্স হবে, তার লিঙ্ক পাঠানো হয় দুপুর ২টোর সময়। যখন ভিডিও কনফারেন্স শুরু হয় গুগুল মিট অ্যাপের মাধ্যমে, তখন দেখা যায় অধিকাংশ ডিএলও জেলা গ্রন্থাগারিক এবং টাউন লাইব্রেরিয়ানের লাইব্রেরিয়ানরা ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হতেই পারছেন না।

জানা গিয়েছে, রাজ্যে মোট ৩৪২টা ডাউন লাইব্রেরী, ২০টি জেলা গ্রন্থাগার আছে এবং প্রতিটি জেলার একজন করে ডিএলও আছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

৬ অক্টোবর ভোটের অঙ্ক দৌড়ে
বঞ্চনা বনাম উন্নয়ন

ওঙ্কার মিত্র

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর যেন প্রখ্যাত অঙ্কবিদ কেশব চন্দ্র নাগের ম্যাট্রিক ম্যাথামেটিক্স বইয়ের খোলা দুটি চ্যাপ্টার। আর এই চ্যাপ্টার দুটির পাতাগুলিতে গিজগিজ করছে গণিত শিল্পী কে সি নাগের জটিল জটিল সব বুদ্ধির অঙ্ক যা কষতে গিয়ে কাল ঘাম ছুটে যাচ্ছে বাঙালির। কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে ইভিএম–এর বোতাম টিপে পরীক্ষা তো দিতেই হবে ৬ অক্টোবর, ফলও বেরোবে ৯ অক্টোবর।

এখনও অবধি প্রধান বিরোধী মমতা তৃণমূলের প্রার্থী ময়দান থেকে পালানোয় এবং কংগ্রেসের প্রার্থী জেল খেটে আসায় নন্দীগ্রামের চ্যাপ্টারটা আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও কঠিন করে দিচ্ছে অন্য অঙ্ক। ৪ মে–র আগে অবিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৬.৭২ শতাংশ ভোট। ভোটের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৩৬। বিজেপির থেকে ব্যবধান ১০ হাজারেরও কম। প্রশ্ন, এই ভোটটা এবার কোথায় যাবে? তৃণমূল কংগ্রেসের এই ভোটটাকে সম্মানজনক সংখ্যায় নিয়ে যেতে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানির' মত কংগ্রেস মুখে মমতার প্রস্তাবে না না করলেও মমতা তৃণমূলের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে এক পা বাড়িয়ে

ভাঙা গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক তৃণমূল মাঠে থাকলেও এই ভোটটাকে কংগ্রেসের দিকে ঠেলে দিতে মমতা ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কংগ্রেস গত ভোটে পেয়েছিলো ৭৯৪ টি ভোট। তাই রেখেছে। কিন্তু শুভেন্দু নন্দীগ্রাম থেকে সরকারের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার বার্তা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত নন্দীগ্রাম অঙ্কের উত্তর কি হবে সেটাই আসল প্রশ্ন।

এরপর দুয়ের পাতায়

আবাসে কাটমানি
কাঠগড়ায় বিজেপি কর্মী

রবীন দাস

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সার্ভে করতে গিয়ে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়লাঘেরী এলাকায়। অভিযোগের তির বিজেপির বুথ সভাপতি সহ দুই বিজেপি কর্মী এবং এক পঞ্চায়েত কর্মীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে নামখানা বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আবাস যোজনায় বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে উপভোক্তাদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে আনা একটি ভিডিও ঘিরেও শুরু হয়েছে চর্চা। সেখানে বিজেপি কর্মী বলে অভিযোগ ওঠা মনসুর আলি খাঁকে এক উপভোক্তার কাছে ১০০০ টাকা চাওয়ার কথা বলতে শোনা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। টাকা না দিলে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে বলে দাবি অভিযোগকারীদের। যদিও প্রকাশ্যে আসা ওই ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এরপর দুয়ের পাতায়

অ্যানিটা 'নেতাজী কন্যা' তার প্রমাণ দিন : সুপ্রীম কোর্ট

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

গত ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এক ঐতিহাসিক বক্তব্যে নেতাজি কন্যার দাবিদার অ্যানিটা ব্রিজেট পাফের কোর্ট ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্য জানতে চায়। এদিন কোর্টে সাওয়াল পর্বের শুরুতেই এই মামলার ইন্টারভেনার হিসাবে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক কপিল কুমার প্রশ্ন তোলেন অ্যানিটা পাফের পরিচয়ের গ্রহণযোগ্যতা

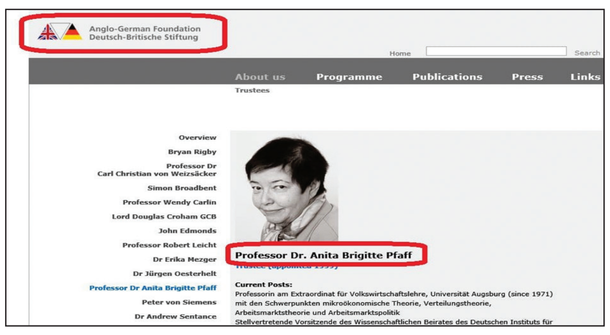

Professor Dr. Anita Brigitte Pfaff

Current Posts:
Professorin am Extraordinat für Volkswirtschaftslehre, Universität Augsburg (since 1971) mit den Schwerpunkten mikroökonomische Theorie, Verteilungstheorie, Arbeitsmarktstheorie und Arbeitsmarktspolitik
Stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates des Deutschen Instituts für

নিয়ে। মনুসিংভির আপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রধান বিচারপতি অ্যানিটার বাবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এমন প্রমাণ জমা দিতে বলেন। অনলাইনে উপস্থিত মনুসিংভি কোর্টের কাছে ৪ সপ্তাহ সময় চান।

আইনজীবি মনুসিংভিকে জানান অ্যানিটা পাফ তাঁর বক্তব্য অনুসারে 'নেতাজি কন্যা' হিসাবে প্রমাণ পেশ করুন। জন্মের শংসাপত্র বা স্কুলের কোনো শংসাপত্র যেখানে পিতৃপরিচয় হিসাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে তিনি প্রমাণ করতে পারেন।

নেতাজির তথাকথিত 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে আনা এবং সেই 'চিতাভস্ম'–এর অন্তিম সংস্কারের দাবি জানিয়ে এক জনস্বার্থ মামলা করেন জনৈক বিদেশীনী অ্যানিটা পাফ। এ ব্যাপারে সুপ্রিম

উল্লেখ্য, মোদি সরকার যে গোপনীয় নেতাজি ফাইল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিল সেখানে অ্যানিটার জন্মের শংসাপত্রে কোথাও সুভাষচন্দ্র বসুর নাম নেই। অ্যানিটাও নিজের পদবীতে কোথাও 'বসু' ব্যবহার করেননি।

এরপর দুয়ের পাতায়

বজবজে জঙ্গি! তদন্তে এনআইএ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ সেপ্টেম্বর ভোররাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত বুইতা ও চিংড়িপোতা গ্রামে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার ফোর্স নিয়ে অভিযান চালায় এনআইএ। বুইতা গ্রাম পঞ্চায়েতের মিঠাপুকুর এলাকায় এনআইএ প্রথমে অভিযান চালায় শেখ জুম্মান হোসেনের বাড়িতে। জুম্মান পেশায় একজন দর্জি। তার বয়স ২৭।

পরিবার সূত্রে জানা যায় ভোর ৩টে নাগাদ ১৫–১৬ জনের একটি দল পুলিশ সহ তাদের বাড়িতে আসে। বাড়ি থেকে শেখ জুম্মান হোসেনকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। পরিবারের হাতে একটি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টও ধরানো হয়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তিকে ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে আরো জানা যায়, ৯ মাস আগে সাইবার ক্রাইমের অপরাধে শেখ জুম্মান হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এরপর দুয়ের পাতায়

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে এবং বারাসাত পৌরসভার পক্ষ থেকে দেওয়া কাজ বন্ধ করার নোটিশকে অগ্রাহ্য করে বহাল তবিয়তে জোরকদমে বেআইনি বহুতলের নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এক প্রোমোটারের বিরুদ্ধে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন কোনও অবৈধ নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। তারপরও কিভাবে সেটা করা হচ্ছে এই নিয়ে নাগরিক সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

বারাসত পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে মালঞ্চ রোড মালিরবাগানে ১৬০০ দাগ নম্বরে এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বহু বিজেপি নেতাকর্মী থেকে এলাকার সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, যাঁরা একসময় তৃণমূল করতেন তাঁরাই নাকি কাউকে তোয়াক্কা না করে এমন বেআইনি কাজ সকলের চোখের সামনে দিনের পর দিন করে চলেছে।

স্বভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে ওই প্রোমোটার কোথা থেকে এমন সাহস পাচ্ছেন যে মুখ্যমন্ত্রী, পুরমন্ত্রী থেকে পুরসভার কাজ বন্ধের নোটিশকে পাত্তা না দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন?

এরপর দুয়ের পাতায়

মাঠ বাঁচাতে ফুঁসছে বারুইপুরবাসী

পার্থ কুশারী ও সুব্রত মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর হরিহরপুর কায়স্থ পাড়ায় একটি ফুটবল খেলার মাঠ বেআইনিভাবে দখল করে এক কোম্পানি মালিকের তা কিনে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় মহিলারা। তাদের অভিযোগ, এই পুরো জমি দখলের প্রক্রিয়ায় মদত দিচ্ছেন বারুইপুর থানার তদন্তকারী অফিসার।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট মাঠটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার শিশু এবং যুবকদের খেলাধুলা মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

ষষ্ঠদশ বর্ষ ধরে তুমি নাই
হৃদয়ের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাঁই

তরুণ ভূষণ গুহ
প্রকট : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১
অপ্রকট : ৫ অক্টোবর ২০১০

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি
ও আলিপুর বার্তা পরিবার

সেবা সেতু অভিযান
২-৪ অক্টোবর ২০২৬
ব্লক, পুরসভা ও পুরনিগম স্তরে বিশেষ সহায়তা শিবির
সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এবার আরও সহজে

অর্থনীতি

দাম কমছে কাঁচা তেলের

সঞ্জয় দত্ত
অভিজ্ঞ শেয়ার বাজার ট্রেডার

আজ এই লেখার যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন কাঁচা তেলের দাম ফিউচারে ৮,৫০০-এর কাছাকাছি যেটা সাম্প্রতিক ৯,৩০০ থেকে অনেকটাই নিচে যেটা যথেষ্ট আশাজনক। এর সাথে তবে উপরের দিকে ২৩,২০০ এবং নিচের দিকে ২২,৩০০ এই লেভেল দুটো গুরুত্বপূর্ণ এবং এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা,

বিগত ১

৫ বছরের সাপেক্ষে যদি দেখা যায় ২০২৬ সাল এরকম একটা বছর হতে চলেছে যেখানে

আবার আমেরিকার বন্ডের দাম বৃদ্ধি চিন্তার কারণ তৈরি করছে। মহারাষ্ট্র জেলায় ২৫ শতাংশ জায়গা যেখানে জমিতে চাষ হয় সেখানে খরা প্রবণ ঘোষণা হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে যেটা যথেষ্টই খারাপ খবর। তবে হঠাৎ করে আজকে ব্যাংকের এত দাম বৃদ্ধি যথেষ্ট ভালো দিক। শুক্রবারে শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল কাজেই এই সপ্তাহে মঙ্গলবার পর্যন্ত নিফটিকে আমরা যদি দেখি নেগেটিভ রিটার্ন হতে চলেছে। যদি তাই হয় তাহলে সেটা নিশ্চিত ভাবে একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া। তবে বিগত দিনের ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে সেক্ষেত্রে ২০২৭ সালে অন্তত: ২০% মার্কেটের রয়েছে। অর্থাৎ ২০২৬ সাল যদি এখনো পর্যন্ত যা দেখাচ্ছে যদি খারাপ হয় তাহলে ২০২৭ সাল নিঃসন্দেহ একটা ভালো বছর হতে চলেছে বিনিয়োগকারীদের কাছে।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

গত ৩০/১১/২০২৪ তারিখে বারাসত পুরসভার পক্ষ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয় যে বিল্ডিং প্ল্যানটি তার সিরিয়াল নম্বর ছিল ২০৯২ । গত ২০/০৭/২০২৬ মেমো নম্বর – 104 – BM/BD/2026-2027 বলা হয় প্ল্যান অমান্য করে সেটি নির্মাণ করা হচ্ছে। বারাসত পুরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের স্বাক্ষরিত ওই নোটিশে কাজ বন্ধের নির্দেশও দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ওই নোটিশে হাইলি ইল্লিগাল বলেও দাবি করা হয়। মালঞ্চ রোড মালির বাগানের সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দপ্তরে এব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আছেন এই বহুতল যদি নির্মিত হয় তাহলে যেকোনও সময় বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটলে তা প্রতিরোধ করাটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কারণ, সরকারি নিয়মানুসারে বিল্ডিংয়ের চতুর্দিকে যে ছাড় দেওয়া উচিত তা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বিল্ডিংটি এতটাই ঘেষাঘেষি করে তৈরি করা হচ্ছে যে, আগুন লাগলে পাশের বিল্ডিংগুলি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পাশাপাশি মালিরবাগানের প্রধান প্রবেশ পথের ধার ঘেঁষে এই অবৈধ নির্মাণকার্য চালানো হচ্ছে। এবিষয়ে এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে এই বহুতল নির্মাণ বন্ধের জন্য সম্মিলিতভাবে দাবিও উঠেছে।

এলাকার বিজেপির ২ নং মণ্ডলের ওয়ার্ড সভাপতি আবির আম্বলি ও নীতিশ দাস জানিয়েছেন, আমার কাছেও এলাকার মানুষ এই অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি বলেছেন। নাগরিকরা আতঙ্কিত। অ্যাডভোকেট চিরঞ্জিত দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, বিষয়টি শুনেছি, কিভাবে হচ্ছে সেটা জেনেও অবাক হয়েছি। এব্যাপারে বারাসতের বিধায়ক শংকর চ্যাটার্জিকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। ফলে এব্যাপারে বিধায়কের মতামত জানা যায়নি। এই নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রোমোটার বাবু নাগ চৌধুরী প্রতিবেদককে বলেন, 'তার জন্য সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সব জায়গায় আমার অ্যাপ্লিকেশন করা অছে। আমি আজ সব পুরসভায় যাচ্ছি, সারা পশ্চিম বাংলায় যা হচ্ছে, আমি তার থেকেও বেশি ছাড় দিচ্ছি। আপনি পুরসভায় গিয়ে কথা বলুন।'

এব্যাপারে বারাসত পুরসভার পুর প্রশাসক রাজা ভৌমিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আমি আগে একটু দেখে নিই।' এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে অভিযোগ জানানো হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জানা যাচ্ছে।

ফুঁসছে বারুইপুরবাসী

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি এক বেসরকারি কোম্পানির মালিক ক্ষমতার দাপটে এবং প্রভাব খাটিয়ে মাঠটি সম্পূর্ণ নিজেদের অধীনে নেওয়ার চক্রান্ত শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই মাঠটি বেআইনিভাবে ঘিরে ফেলার এবং স্থায়ীভাবে গ্রাস করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের। তাদের দাবি, বেআইনি এই দখলের বিরুদ্ধে থানায় বারবার জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টে অভিযুক্ত কোম্পানির মালিককে পুলিশ অফিসার আড়াল করছেন। এই ঘটনায় প্রতিবাদ এবং মাঠটি বাঁচানোর দাবিতে ইতিমধ্যেই এলাকায় গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বাসিন্দারা। প্রশাসনের উচ্চপদস্ত কর্তারা যাতে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং তদন্তকারী অফিসারের ভূমিকা খতিয়ে দেখেন, সেই দাবিও তোলা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে দেখা গেল অর্ডার ও নোটিশ ছাড়াই বারুইপুর থানার পুলিশ আধিকারিক পল্লব অধিকারী পুলিশ, র‍্যাফ ও বুলডোজার নিয়ে পাঁচিল ভেঙে মাঠের দখল নিতে জড়ো হয়েছেন। খবর পেয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয় জনগণ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এএসআই পল্লব অধিকারী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি ওটা ভুলবশত থানায় ফেলে এসেছি। ১ ঘন্টার মধ্যে নিয়ে আসছি।' পুনরায় ওটা নিয়ে আসার পরেও কোর্ট অর্ডারের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। জমির সঠিক বিবরণ অর্ডারে উল্লেখ নেই বলে অভিযোগ তোলে স্থানীয় জনগণ। তা নিয়ে শুরু হয় ঝামেলা। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারী এবং সাংবাদিকদের চাপে পুলিশ প্রশাসন এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৬২৯১৫৯১৬৩৫

বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের উদ্বোধন : গান্ধী জয়ন্তী ও স্বচ্ছ ভারত দিবস উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ নারকেলডাঙা কলোনির আরপিএফ ব্যারাকে আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকায় তৈরি একটি নতুন বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে ও অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং। উৎপাদিত বায়োগ্যাস আরপিএফ ব্যারাকের জন্য রান্নার পরিষ্কার জ্বালানি হিসেবে কাজ করবে, যা বার্ষিক প্রায় ৯০ থেকে ১১০ টি গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডারের সমপরিমাণ নবায়নযোগ্য শক্তিকে প্রতিস্থাপন করবে।

বঞ্চনা বনাম উন্নয়ন

প্রথম পাতার পর

গত নির্বাচনে সিপিআই পেয়েছিল ২৯৯৭ ভোট। তৃণমূল ও কংগ্রেসের এই দোলাচলের মধ্যে মুসলমান ভোটে শিকে ছিঁড়ে তাদের ভোট বাড়ে কিনা সেই দিকে তারা তাকিয়ে রয়েছে। অনেকের মতে কংগ্রেস আগের চেয়ে ভালো করবে। কারণ একদিকে গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে ভিতরে ভিতরে তোল্লা দিয়েও কংগ্রেসের মিলনকে গ্রেপ্তার করিয়ে তাকে হিরো বানিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। উদ্দেশ্য একটাই, শুভেন্দুর বার্তায় বিজেপির দিকে ঢলে পরা মুসলমান ভোটের বাইরে যেটা থাকবে সেটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে পরে। তবে নন্দীগ্রামের উত্তর সবাইকাছেই বিজেপির জয়। প্রশ্ন দ্বিতীয় ও তৃতীয় কে হবে?

নন্দীগ্রামের অঙ্ক মিলিয়ে দিতে পারলে যদি ১০ নম্বর মেলে তাহলে রেজিনগরের অঙ্কে মিলবে ২০। কারণ রেজিনগরের অঙ্ক বেশ কঠিন। গত ভোটে এখানে ৫১.৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ১ নম্বরে ছিল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবির। ২৭.২১ শতাংশ পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল বিজেপি। ১৭.৫৫ শতাংশ পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয় এবং ১.৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে ছিল কংগ্রেস। এবারও লড়াই এদেরই মধ্যে। এবার অবশ্য তৃতীয় হওয়া তৃণমূল দুটুকরো। একটা মমতা তৃণমূল এবং আর একটা গণতান্ত্রিক তৃণমূল। গত বারের বিজেপি বর্তমানে রাজ্যে ক্ষমতায়। আর প্রথম হওয়া হুমায়ুন এখন বিষহীন সাপ। ফণা আছে কিন্তু ছোবল মারার ক্ষমতা নেই। একবার একটু ফোঁস করার চেষ্টা করতেই বিষ ঝেড়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। এবার আবার এখানে এসে জুটেছে সিপিএম। আসলে বিজেপি বাদ দিয়ে সকলের লক্ষ্য রেজিনগরের ৬৪ শতাংশ মুসলিম ভোট। গতবার এটার বেশিরভাগ পড়েছিল হুমায়ুনের খাতায়। কিছুটা তৃণমূলের ভাগে। গতবার হুমায়ুন দিয়েছিল বাবরি মসজিদ বানানোর টোপ। সেটা এবার আর কাজ করছে না। তার উপর অপরাধের খাতায় নাম থাকা সঙ্গী সাথীরা ধরা পড়ায় মাঠে নেমে ছেলের জন্য প্রচারই বন্ধ করে দিয়েছেন কাউকে ভয় না পাওয়া হুমায়ুন। কয়েকদিন আগে স্বভাব মত খুন খারাবির কথা বলায় এখন প্রায়ই থানায় হাজিরা দিতে হচ্ছে। এক কথায় এবার হুমায়ুনের ল্যাজে গোবরে অবস্থা। সম্প্রতি শুভেন্দুর মরণ কামনা করে পড়ে গিয়েছেন আরও চাপে। বোঝা যাচ্ছে শুভেন্দুর খোঁচায় বেলুন ফেটে গিয়েছে হুমায়ুনের। এর পাশাপাশি ৪ মের আগের ভোটে ক্ষমতায় থাকা মমতার প্রচারের ভাষা ছিল শাসকের মত। এবার মমতাকে ছেড়ে পালিয়েছে বেশিরভাগ সঙ্গীরা। বেগতিক দেখে এবারের প্রার্থীরও পালাবার উপক্রম হয়েছিল। কোনোরকমে টনিক দিয়ে সামাল (অনেকে বলছেন টাকার টোপ) দিয়েছেন মমতা। গণতান্ত্রিক তৃণমূল বিজেপির সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এদের ভাগ্য এখন স্পিকারের হাতে। ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে ৮ অক্টোবর। তার আগে ৬ অক্টোবর বিজেপির হয়ে লড়াই দেখাতে মরিয়া ঋতব্রতরা। গতবারে চতুর্থ হওয়া কংগ্রেস ঝুলন্ত শিকের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে হাঁড়ি ভেঙে মুসলিম ভোট নিচে পড়বে সেই আশায়। মমতা গত কয়েক দিনে যেভাবে কংগ্রেসের দিকে ঢলে পড়েছে এই আশা পূরণ হলেও হতে পারে। এভাবে ৬২ শতাংশ মুসলিম ভোট যদি শুভেন্দুর শেষ সুযোগের বার্তা উপেক্ষা করে চার ভাগে ভাগ হয়ে ভাগ হয়ে যায় আর হিন্দু ভোট একজোট হয়ে যদি বিজেপিতে পড়ে তাহলে কি হবে বলা মুশকিল। রেজিনগরে ভোট প্রচারে গিয়ে শমীক ও শুভেন্দু হুমায়ুনকে বিঁধে যেভাবে ধর্মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে মুসলিমদের নিজেদের উন্নয়নের স্বার্থে সরকারের সঙ্গে থাকার বার্তা এবং দুটি দুগ্ধ প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে শেষ মুহূর্তে কী হবে বলা মুশকিল। তবে এই অঙ্ক শতাংশের ফর্মুলায় মেলাতে গেলে ভুল হয়ে যেতে পারে। এক কথায় রেজিনগরের অঙ্ক বেশ কঠিন।

যাই হোক বাংলার মানুষ চাইছে, জাত-পাত-ধর্মের বিতর্ক এড়িয়ে ভোট হোক অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন। রেজিনগর ও নন্দীগ্রামের মানুষ ভোট দিক উন্নয়ন, প্রকৃত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য। পাঁচ দশকের বঞ্চনা পিছনে ফেলে ৫ মাসের নতুন সরকারের উদ্যোগ জনমানুষে কতটা প্রভাব ফেলছে তারও একটা পরীক্ষা ৬ অক্টোবর। তবে রাজনীতিকদের হিসাব উল্টে দিয়ে মেধাবী ভোটের উদাহরণ হয়ে থাক রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম।

প্রমাণ দিন : সুপ্রীম কোর্ট

প্রথম পাতার পর

নেতাজির নিকট আত্মীয় তাঁর দাদারা সুভাষচন্দ্রের বিবাহ গল্প বিশ্বাস করেন নি। যে বাংলা একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র বিবাহের কথা লিখেছেন বলে প্রচার করা হয় সেটি কমপক্ষে চার বার জাল করা হয়েছে এমন প্রমাণ মিলেছে। সুভাষচন্দ্র নিজেই তাঁর চীনে যাবার ভিসার আবেদনপত্রে স্পষ্টভাষায় অবিবাহিত বলেও উল্লেখ করেছেন। এমন কী রাজ্য সরকার প্রকাশিত একটি স্বাক্ষরবিহীন এমিলি শেঙ্কেল-এর টাইপ করা চিঠি পাওয়া গেছে যেটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নেতাজির নামে যে সমস্ত 'প্রেমপত্র' তৈরি করা হয়েছিল এবং বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে যেগুলিও দৃশ্যতঃ অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন নেতাজি গবেষকরা।

আলিপুর বার্তা পত্রিকা প্রথম থেকেই নেতাজির এই চরিত্র হনন নিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে বহু তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই সত্যের দিকেই এদিন সুপ্রিম কোর্ট দিক নির্দেশমূলক বক্তব্য ও পর্যবেক্ষণ পেশ করেছে।

নতুন সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

সংখ্যাটা প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি, এত মানুষ একই সঙ্গে সাধারণ অ্যাপে যোগদান করা সম্ভব নয়। অনেককে আবার যারা ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়েছিল তাদের রিম্যুভ করে দেওয়া হয়। অনেক লাইব্রেরিয়ান ডিএলওদের ফোন করে জানান যে তারা ঢুকতেই পারছেন না ভিডিও কনফারেন্সে। আসলে তাড়াহুড়ো করে এই ভিডিও কনফারেন্স করতে গিয়ে আলাদা স্পেশাল অ্যাপ দরকার সেটা করা হয়নি দপ্তর থেকে।

আরো জানা গিয়েছে, ওই ভিডিও কনফারেন্সে বেশ কয়েকজন লাইব্রেরিয়ান এবং ডিএলওদের অপমানিত হতে হয়, ডিরেক্টর তাদেরকে কটুক্তিও করেন। বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যজুড়ে গ্রন্থাগার দপ্তরের কর্মচারী আধিকারিকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

আরো একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, জেলা গ্রন্থাগারিকরা দু'দিনের মধ্যে কিভাবে ১ কোটি টাকার প্রোজেক্ট জমা দেবে তা নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে নাকি মৌখিকভাবে দপ্তর থেকে জানানো হয়, গ্রামীণ পাঠাগারগুলিকেও এর মধ্যে যুক্ত করা হবে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য। প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারকে সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য ১ কোটি টাকার প্রজেক্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। মৌখিকভাবে প্রস্তাব জমা দেওয়ার তারিখ ৫ দিন বাড়ানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিভিন্ন জেলার জেলা গ্রন্থাগারিক-লাইব্রেরিয়ানরা জানাচ্ছেন, ১ কোটি টাকার প্রজেক্ট জমা দেওয়া ৭ দিনের মধ্যে অসম্ভব, তার জন্য অন্তত ৫ থেকে ৬ মাস সময় দেওয়া উচিত। তাছাড়া বর্তমানে প্রতিটি লাইব্রেরীর পরিচালন সমিতিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই পরিচালন সমিতি গঠন করা উচিত। তাছাড়া আরও কিছু তথ্য সামনে আসছে যেমন হুগলি জেলার গ্রন্থাগারের জন্য ৭৮ টি প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে দপ্তরে জমা পড়ে আছে কোন প্রসেস হয়নি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ২৬টি গ্রন্থাগারে কোনো টয়লেট নেই দীর্ঘদিন ধরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ পাঠাগারগুলির পরিকাঠামো দিনদিন ভেঙে পড়ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জেলা গ্রন্থাগারিক জানালেন, ঠান্ডা ঘরে বসে ফরমান জারি করলে হবে না। বাস্তব পরিস্থিতি পরিদর্শন করে তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক লাইব্রেরিয়ান জানাচ্ছেন, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে যারা চাকরি করেন নির্দিষ্ট সময়ের পরে তাদের রুটিন বদলি হয়। কিন্তু গ্রন্থাগার দপ্তরে যারা লাইব্রেরিয়ান বা জেলা গ্রন্থাগারিক আছেন দীর্ঘদিন ধরে তারা একই জায়গায় কাজ করে চলেছেন। গ্রন্থাগার দপ্তরের উচিত নির্দিষ্ট সময়ের পরে অন্যত্র তাদের বদলি করে দেওয়া, তার ফলে একটা স্বচ্ছতাও থাকবে। নিশ্চয়ই নতুন সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর বিষয়টি ভেবে দেখবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সেখ সাইদুল্লাহকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম, ২৮/০৯/২০২৬ তারিখে যে ভিডিও কনফারেন্স হয় সেখানে কি আপনাদের অপমান করা হয়েছে? সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের দপ্তরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে পারব না। তবে তিনি একটা কথা বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৮ তলায় গ্রন্থাগার দপ্তরের ছিল কিন্তু মে মাসে জেলা পরিষদের ভবনে আগুন লাগার ফলে সেই দপ্তরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে তাকে নিউ ট্রেজারি বিল্ডিং এর এক তলার ছোট একটি ঘরে স্থানান্তর করা হয়েছে, এতে অসুবিধা হচ্ছে জেলা প্রশাসনকে তিনি জানিয়েছেন তার জন্য পৃথক বড় দপ্তরের ব্যবস্থা করার জন্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুর্শিদাবাদ জেলার একজন লাইব্রেরিয়ান জানান, ২৮ সেপ্টেম্বর ভিডিও কনফারেন্সে আমাদের কয়েকজন সহকর্মী এবং দুজন ডি এল ও কে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তাতে আমরা খুবই মর্মাহত।

পুরুলিয়া জেলার এক লাইব্রেরিয়ান জানাচ্ছেন, নতুন সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারিককে জেলার জন্য ১ কোটি টাকার প্রস্তাব দিতে বলেছেন খুবই আনন্দের কথা কিন্তু তার জন্য সময় দিতে হবে তাড়াহুড়ো করে সমস্ত কিছু করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষের মতামত জানার জন্য ফোন করেছিলাম কিন্তু তিনি ফোনটি তার রিং হলেও তিনি ধরেননি।

বজবজে জঙ্গি!

প্রথম পাতার পর

তারপর এনআইয়ের তদন্তকারী দল বজবজ থানা এলাকারই চিংড়িপোতার শেখ পাড়ায় অভিযান চালায়। ওই গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে থাকতো সাহারুল হক পুরকাইত। কিন্তু তখন সে বাড়িতে ছিল না। তার স্ত্রী নার্গিস বিবি বলেন, তার স্বামী পৈত্রিক বাড়ি ডায়মন্ড হারবারের রঘুনাথপুরে ছিল। উপস্থিত পুলিশ ফোর্স এবং এন আই এ তদন্তকারী দল শাহারুলের শ্বশুরবাড়ি থেকে সকলের ফোন বাজেয়াপ্ত করে এবং পুলিশ পাহারা রেখে ডায়মন্ড হারবার এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বর্তমানে সাহারুল হক পুরকাইত এনআইয়ের হেফাজতে। এর আগেও সাহারুল হক পুরকাইত নোদাখালি থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। কারণ সে ভারত বিদ্বেষী বাংলাদেশের সমাজ মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। প্রসঙ্গত এর আগেও কয়েক মাস আগে নোদাখালি থানার বিড়লাপুর এলাকা থেকেও জঙ্গি সন্দেহে একজনকে অ্যারেস্ট করেছিল এসটিএফ।

আরও জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাত উল মুজাহিদীন এ রাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় জঙ্গি জাল ছড়িয়েছে। এনআইএ তদন্ত করে দেখতে চাইছে কারা কারা এই জালের মধ্যে জড়িত এবং আরো কোনো বড় মাথা এর পেছনে কাজ করছে কিনা।

কাঠগড়ায় বিজেপি কর্মী

প্রথম পাতার পর

লিখিত অভিযোগে বিজেপির বুথ সভাপতি সুশীল প্রধান, বিজেপি কর্মী মনসুর আলি খাঁ ও আজিজ খাঁ এবং পঞ্চায়েত কর্মী শেখ কওসরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সুশীল প্রধান। তাঁর দাবি, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁকে এবং বিজেপিকে বদনাম করার জন্যই এই অভিযোগ তোলা হচ্ছে। মনসুর আলি খাঁ ও আজিজ খাঁ অবশ্য অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

অন্যদিকে, বিজেপি নেতা নারায়ণ পড়্যার দাবি, ভিডিওতে যাঁকে দেখা বা শোনা যাচ্ছে, তিনি বিজেপির কোনও কর্মী নন। কেউ আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেও জানান তিনি।

নামখানার বিডিও সুব্রত মল্লিক জানিয়েছেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে নিয়ম অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

০১.১০.২০২৬ আলিপুর 1st Class Magistrate Affidavit দ্বারা আমি শিপ্রা চক্রবর্তী নাম পরিবর্তন করে সন্ধ্যা চক্রবর্তী হইলাম। উক্ত নাম দুটি একই ব্যক্তির।
ঠিকানাঃ উদয়ন পল্লী, পোঃ-বাটানগর, থানা-মহেশতলা, দঃ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৪০।

নাম পরিবর্তন

আমি, পূজা পলতা,(puja palta) স্বামী-তিলক পলতা,(Tilak Palta) সাং-গ্রাম ১৩ নং কেউটে খালি কৌতলা, ডাকঘর-মানিকনগর, থানা-হারউড পয়েন্ট কোস্টাল, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৭৪, ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যা পিউ পলতা (Piu palta) জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত মাতার নাম "পূজা দাস পলতা"-এর পরিবর্তে সঠিক নাম "পূজা পলতা" এবং পিতার নাম "তিলক পলতা"-এর পরিবর্তে সঠিক নাম "তিলক পলতা"(Tilak Palta)হবে। এছাড়াও জন্ম শংসাপত্রে ভুল ঠিকানা "মানিক নগর, চণ্ডীপুর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা"-এর পরিবর্তে সঠিক ঠিকানা "গ্রাম ১৩ নং কেউটে খালী কৌতলা, ডাকঘর-মানিকনগর, থানা- হারউড পয়েন্ট কোস্টাল, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৭৪" হবে। উক্ত সংশোধন সম্পর্কে কারও কোনো আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৩ অক্টোবর – ০৯ অক্টোবর, ২০২৬

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ-তরুণীরা তাদের পড়াশোনা ও কর্মজীবনে কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ইতিবাচক ফল পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপাতত কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন, তবে শীঘ্রই অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। রিয়েল এস্টেটের সাথে জড়িতরা একটি লাভজনক চুক্তি করতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলমান বিবাদের সমাধান হতে পারে।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবেন। অন্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। সম্পত্তি-সম্পর্কিত ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবীরা হঠাৎ কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। যেসব খাবার গ্যাস ও পেট ফাঁপা বাড়ায় সেগুলো এড়িয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : অর্থ আসলেও খরচ হবে, কিন্তু আপনার আর্থিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। অসাবধানতার কারণে কোনো সুযোগ হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। কর্মসংক্রান্ত ভ্রমণ সফল হবে। চাকরির পরীক্ষার ফলাফল আপনার অনুকূলে আসার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়, সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে। সামান্য সতর্কতা সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারে।

কর্কট রাশি : পদ্ধতিগতভ পরিকল্পনার মাধ্যমে আঙ্কাঙ্খিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কারো সাথে কথা বলার সময় ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বিষয় বলা থেকে বিরত থাকুন। বিবাদ ও তর্কে জড়ানো এড়িয়ে চলুন। বিপণন এবং যোগাযোগ প্রসারিত হতে পারে। কিছু কাজের জন্য ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ভাইরাল সংক্রমণ বা গলা ব্যথার মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

সিংহ রাশি : সন্তানদের মনোবল বজায় রাখা জরুরি হবে, কিছু পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকবে। ব্যবসায় প্রভাব ও আধিপত্য শক্তিশালী থাকবে। এই সময়ে আপনার পণ্য ও কাজের মানের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নায়ুর টান বা শরীরে ব্যথা সমস্যা হতে পারে।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে পরিস্থিতি কিছুটা প্রতিকূল হতে পারে। ব্যবসায় আপনার ভালো প্রচেষ্টা শীঘ্রই অনুকূল পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে আপনাকে ওভারটাইম কাজ করতে হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন এবং সাবধানে গাড়ি চালান। আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

তুলা রাশি : অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন। কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় কিছুটা হতাশা আসতে পারে, কিন্তু হাল ছেড়ে না দিয়ে আপনি আবার চেষ্টা করবেন। কর্মক্ষেত্রে জমে থাকা কাজ কোনো অভিজ্ঞ বা উর্ধ্বতন ব্যক্তির সাহায্যে সম্পন্ন হতে পারে। নতুন কাজ শুরু করার জন্যও সময়টি অনুকূল। পারিবারিক পরিবেশ মনোরম থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : এই সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আপনি আপনার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবেন। বাইরের লোক বা বন্ধুদের পরামর্শ ক্ষতিকর হতে পারে। লোকদেখানোর জন্য অতিরিক্ত খরচও আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ব্যবসা-সম্পর্কিত বিনিয়োগ, তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে খুব সতর্ক থাকুন, সামান্য অসাবধানতাও সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে।সন্তানেরনেতিবাচক কার্যকলাপকষ্ট দিতে পারেন। অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকবে। সরকারি চাকরিতে কর্মরতদের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হতে পারে। গ্যাস এবং অ্যাসিডিটি সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

মকর রাশি : জমি বা যানবাহন কেনার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো অমীমাংসিত বিষয়ও এগিয়ে যেতে পারে। খরচ করার সময় আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন। ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সুসংগঠিত থাকবে। অংশীদারী ব্যবসায় কিছু মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্ম সন্ধানীরা কাজ পেতে পারেন।

কুম্ভ রাশি : আদালত-সম্পর্কিত বিষয় থেকে দূরে থাকুন। বিপণন এবং অনলাইন কার্যক্রম ব্যবসার উন্নতি ঘটাতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত ঢুকতে পারে। যদি আপনার ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো কোনো বংশগত সমস্যা থাকে, তবে অবহেলা পরিহার করুন এবং যথাযথ পরীক্ষা করিয়ে নিন।

মীন রাশি : খরচ বৃদ্ধি বাজেটের উপর চাপ ফেলতে পারে। তরুণ-তরুণীরা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আন্তরিক হবে। পরিবারের কোনো সদস্যের দাম্পত্য সমস্যা উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। ব্যবসায় আরও পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। সরকারি চাকরিতে কর্মরতদের অপরিচিতদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শব্দবার্তা ৪১০

১	■	■	২		৩		
	■	■		■		■	■
৪				■		■	■
	■	■	■	■	৫		৬
৭		৮	■	■	■	■	
■	■		■	৯			
■	■		■		■	■	
১০					■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

উপহার, ভেট ৪. বড়ো পুকুর ৫. হ্রাস, অল্পতা ৭. অব্দ, সন ৯. ভাগকারী বা বিভাগকারী ১০. জলের ঢেউ।

উপর-নীচ

১.বুধ ২. দেবতা, সুর ৩. জনতা, জনগণ ৬. এঁকে বেঁকে চলা ৮. যুদ্ধজাহাজ ৯. বিন্যাস, সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন বা রচনা।

সমাধান : ৪০৯

পাশাপাশি : ১. ইমারত ৪. হনহনিয়ে ৫. নবদল ৭. পরেশান ৯. অঙ্গবিহীন ১০. রবিবার।
উপর-নীচ : ১. ইন্দ্র সেন ২. তহবিল ৩. শনির দশা ৬. বনজঙ্গল ৭. পর্ণনর ৮. নমস্কার।

জেলায় জেলায়

মেলেনি আবাসের বাড়ী চরম কষ্টে দুই পরিবার

নিজস্ব প্রতিনির্ধি, সিউড়ি : মাটির ঘর ভেঙে গেছে ত্রিপলের নীচে বাস করি। তৃণমূলের ১৫ বছরে দুয়ারে সরকারের আবাস যোজনার ঘরের আবেদন করেও ঘর পাই নি। সরকার পরিবর্তনের পর ঘরের সার্ভে করে গেছে কিন্তু ৩০ সেপ্টেম্বর ব্লক থেকে একজন অফিসার ঘর দেখতে এসে বলেন আপনাদের নাম নেই তালিকায় – অভিযোগ খয়রাশোল ব্লকের বাবুইজোড় গ্রামের যীশু মণ্ডল ও বিষ্ণু মণ্ডল। তাঁরা দুই ভাইয়ের অভাবের

সংসার। কোনোরকমে অপরের ডাম্পার চালিয়ে ১০ জন পোষ্যের খাবার, ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও চিকিৎসার খরচ যোগাড় করতে হিমসিম খায়। মাটির ঘর ছিল সেই ঘর ভেঙে যাওয়ায় এখন কোনোরকম বাঁশের মাচা করে তাতে ত্রিপল দিয়ে বাস করছে। যীশু মণ্ডলের ছেলে রিতম মণ্ডল বলে, আমার বাবারা দুই ভাই। আমাদের মাটির বাড়ি যখন ছিল তখন তৃণমূলের আমলে যতবার দুয়ারে সরকার হয়েছে আমরা আবেদন করেও ঘরের টাকা পায় নি। অথচ যারা পাবার যোগ্য নয় তারা আবাস যোজনার টাকা পেয়েছে। সরকার পরিবর্তনের পর ব্লক থেকে লোক এসে বাড়ি সার্ভে করেছিল কিন্তু ৩০ সেপ্টেম্বর ব্লকের একজন অফিসার এসে বলছেন তোমাদের তালিকায় নাম নেই। কেন আমরা গরিব মানুষ হয়েও আবাস যোজনার ঘর পাবো না? বর্তমানে এই দুই পরিবারের করুণ পরিস্থিতি। ঝড়–বৃষ্টির দিনে এই ভাঙা ঘরে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাদের। প্লাস্টিক ও ত্রিপল দিয়ে তৈরি কোনোমতে একটি অস্থায়ী আশ্রয়ে কাটাতে হচ্ছে। মাথার ছাদ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের দেওয়া প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঘর ঢেকে রাখতে হয়েছে। বর্তমানে যীশু মণ্ডল কুঁড়েঘরে এবং বিষ্ণু মণ্ডল দুইবছর থেকে ভাড়া বাড়িতে থাকছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমতলা : মুরারই ১নং ব্লকের মহুরাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ‘জাগো ভারত’ মহিলা সংঘের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও সরকারি অনুদানের অর্থে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। সংঘের কয়েকজন মহিলা সদস্য ৩ পদাধিকারীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ৩০ সেপ্টেম্বর বীরভূম জেলার জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায়। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া, সংঘের অ্যাকাউন্ট থেকে বড় অঙ্কের টাকা তোলা এবং বিভিন্ন খাতে খরচের যথাযথ হিসাব না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় প্রশাসনিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে অভিযোগকারীরা।

প্রতিবাদ করায় বোমাবাজি

অরিজিৎ মণ্ডল, ফলতা : গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় এক বৃদ্ধার বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বোমার আঘাতে জখম হয়েছেন রোজিনা বিবি নামে ওই বৃদ্ধা। ঘটনাটি ঘটেছে ফলতার দেবীপুর পঞ্চায়েতের তেলিয়া এলাকায়।

বৃদ্ধার অভিযোগ, আব্বাস শেখ ও কাদের শেখ নামে এলাকার দুই ব্যক্তি তাঁর বাড়ির সামনে এসে গালিগালাজ শুরু করেছিল। তিনি প্রতিবাদ করায় কাদের ও খালেক শেখ বাড়ির সামনে বোমাবাজি শুরু করে বলে অভিযোগ। এমনকি বৃদ্ধা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে তাঁকে লক্ষ্য করেও বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। বোমার আঘাতে তিনি জখম হন। বৃদ্ধার চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে বৃদ্ধাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফলতা থানার পুলিশ। ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পরে

আক্রান্ত বৃদ্ধার দাবি, অভিযুক্ত কাদের শেখ একটি খুনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি। সাজার মেয়াদ শেষ করে সম্প্রতি সে এলাকায় ফিরেছে। এলাকায় ফিরে কাদের মাদক ব্যবসা ও গরু চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিল। চুরি করে আনা গরু বৃদ্ধার বাড়ির পাশেই রাখা হত। বিষয়টি নিয়ে তিনি আগেও আপত্তি জানিয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর উপর কাদেরের রাগ ছিল বলে দাবি রোজিনার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে দিনের বেলায় বসতিপূর্ণ এলাকায় বোমাবাজির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রকাশ্য এলাকায় দুষ্কৃতীদের এমন দাপাদাপি ঘিরে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘুটিয়ারী শরিফে হেরোইন সহ গ্রেপ্তার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আবারও বড়সড় সাফল্য বারুইপুর পুলিশ জেলার ক্যানিং মহকুমার ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে

খবর পেয়ে হেরোইন সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর গোপনসূত্রে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে ঘুটিয়ারী শরীফের গৌড়া বিশ্বাস পাড়ায় অভিযান চালানো হয়। পিয়ালি থেকে ঘুটিয়ারী শরীফের দিকে আসার সময় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম আক্কাস আলি খান, বাড়ি জীবনতলা থানার বাঁশড়ার বনমালিপুর খা পাড়ায়।

এনডিপিএস অ্যাক্ট–এর সমস্ত নির্ধারিত আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে ক্যানিং–১ বিডিও, এডিপিও ক্যানিং, আইসি ক্যানিং–এর উপস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় তার কাছ থেকে একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখা মোট ২৬২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনায় এনডিপিএস অ্যাক্ট–এর প্রাসঙ্গিক ধারায় নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ধৃত ব্যক্তিকে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০১/১০/২০২৬ আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

আসছে মহালয়া, চিন্তায় সাগর

বিধ্বস্ত ১ থেকে ৬ নম্বর ঘাট

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই মহালয়ার পবিত্র তিথি। এই পুণ্যতিথিতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান ও কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে মনস্কামনা পূরণের আশায় লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। প্রতিবারের মতো এবারও কপিল মুনির আশ্রম নতুন সাজে সেজে উঠেছে এবং ভক্তদের সুরক্ষায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে মহালয়ার এই পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে এ বছর তৈরি হয়েছে এক গভীর শঙ্কা ও চরম অনিশ্চয়তা। গত কয়েকদিন আগে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় অর্ণব এবং পূর্ণিমার কোটালের যৌথ প্রভাবে গঙ্গাসাগরের ১ থেকে ৬ নম্বর স্নানঘাট সম্পূর্ণ ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতি বছরই কমবেশি দুর্যোগের সময় এই ঘাটগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধারণত গঙ্গাসাগর মেলার সময় সেগুলি জোড়াতালি দিয়ে বা নতুন করে মেরামত করা হয়। কিন্তু এবারে প্রাকৃতিক তাণ্ডবের রূপ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে সাগরপাড়ের এই ঘাটগুলির বর্তমান করুণ দশা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঝড়ের দাপটে ১ থেকে ৬ নম্বর ঘাটের পুরো এলাকাই আজ অস্তিত্ব সংকটে। সমুদ্রের জলের প্রচণ্ড তোড়ে ঘাটের মূল কাঠামোটি ব্যাপকভাবে ধসে পড়েছে। ঘাটের বিভিন্ন এলাকায় যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভেঙে যাওয়া কংক্রিটের স্ল্যাব এবং শাল বল্লার খুঁটি। যেকোনো মুহূর্তে জোয়ারের জলে এগুলি ডুবে থাকায় পুণ্যার্থীদের পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগার আশঙ্কা রয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে কোথাও উপরে পড়ে রয়েছে ইলেকট্রিকের ভারী খুঁটি, যা

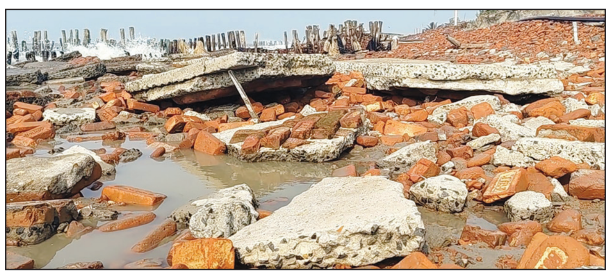

বিদ্যুৎহীনতার পাশাপাশি বড়সড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করেছে। আবার কোথাও বহু পুরোনো ও বিশাল আকারের গাছ উপরে পড়ে পথঘাট অবরুদ্ধ করে রেখেছে। সিমেন্টের অর্থাৎ ঢালাইয়ের রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ঢালাই করা অংশগুলি বিশাল পাথরের টুকরোর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে চলাচলের অনুপযুক্ত করে তুলেছে পুরো চত্বর। এই অবস্থায় সেখানে পুণ্যার্থীদের স্নান করাতে নিয়ে গেলে যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ঘাটগুলির এই ভয়াবহ ভাঙন কেবল সাধারণ পুণ্যার্থীদের সুরক্ষাই বিঘ্নিত করছে না, পাশাপাশি মহালয়ার এই মরশুমে ভালো ব্যবসার আশায় থাকা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কপালেও গভীর চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। মহালয়ার মতো এত বড় একটি জনবহুল পুণ্যস্নান প্রশাসন কীভাবে নিরাপদ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করবে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে তীব্র ধন্দ তৈরি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের কাছে এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বর্তমান প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই এর স্থায়ী সমাধান হবে এবং পুণ্যার্থীদের যাতায়াত সুগম করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডল ৪–এর সভাপতি পিনাকী মণ্ডল। এখন দেখার বিষয়, মহালয়ার পুণ্যলগ্নে প্রশাসনের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই সংকট কীভাবে মোকাবিলা করা হয় এবং লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সুরক্ষা কীভাবে পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয়।

ভুয়ো ডাক্তার

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : বৈধ রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। রামপুরহাটের বেসরকারী ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ‘রেডিওলজিস্ট’ পরিচয়ে ড. আলোক কুমার প্রায় তিন মাস ধরে ইউএসজি করছিলেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। দপ্তরের দাবি, ওই ব্যক্তির বৈধ চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার প্রয়োজনীয় নথি বা রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রামপুরহাটের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শোভন দে বলেন, ‘ফ্রড ডাক্তার আপাতত পলাতক। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

অভিযোগ অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের (ডব্লুবিএমসি) বৈধ রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই তিনি চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছিলেন। তাঁর নামে বিসিএমআর ৫৭২১৭ নম্বরের একটি রেজিস্ট্রেশনের দাবি করা হলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়েছে।

তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি ওই ব্যক্তি সত্যিই বৈধ নথি ছাড়া প্রায় ৩ মাস ধরে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ইউএসজি পরিষেবা দিয়ে থাকেন, তাহলে এতদিন বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে এল না কেন? স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা এবং ওই ব্যক্তির চিকিৎসা–সংক্রান্ত যোগ্যতা ও রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

মোমিনপুর বাসীদের দুর্ভোগ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মোমিনপুর থেকে হাজরা ও কালীঘাটে যাতায়াতের জন্য তিন নম্বর রুটের সরকারী বাস ও ৩১ নম্বর ট্রামের ওপর নির্ভর করতে হয়। অভিযোগে প্রকাশ, তিন নম্বর রুটে বাসের স্বল্পতা ও ৩১ নম্বর ট্রামের অনিয়মিত চলাচলের জন্য মোমিনপুর অঞ্চলের হাজরা ও কালীঘাট গামী বহু যাত্রীর চরম দুর্ভোগ হচ্ছে।

প্রকাশ, তিন নম্বর রুটে খিদিরপুর থেকে শ্যামবাজার এই দীর্ঘ পথে দৈনিক মাত্র সাত আটখানা বাস চলে। বাসের জন্য প্রতিদিন যাত্রীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ৩১ নম্বর ট্রাম সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা গেল, এই রুটে মাত্র পাঁচ–ছয়খানি ট্রাম দৈনিক চলে। পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা এ দুর্ভোগ কতদিন চলবে?

১০ম বর্ষ, ২ অক্টোবর, ১৯৭৬, শনিবার, ৪৩ সংখ্যা

ছয় দফা দাবিতে ডিএম অফিসে বিক্ষোভ

সুমন আদক, হাওড়া : ছয় দফা দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির ডাকে জেলাশাসকের দপ্তর অভিযানকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ায়। ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে কয়েকশো বাম কর্মী–সমর্থক মিছিল করে হাওড়া পুরসভার সামনে পৌঁছান। সেখানে হাওড়া সিটি পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে র‍্যাপ মোতায়েন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বস্তিবাসী দরিদ্র মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় আনা এবং গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা। পাশাপাশি অবিলম্বে পুরভোট, হকার উচ্ছেদের আগে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধেও সরব হন আন্দোলনকারীরা।

পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি (পিবিইউএস)–এর হাওড়া জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত দাস বলেন, ‘ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখেই আমাদের এই কর্মসূচি। সরকার ক্ষমতায় আসার পর হকার ও বস্তি উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে এবং যথাযথ নোটিশ না দিয়ে উচ্ছেদ করা হলে গরিব মানুষ চরম সমস্যায় পড়বেন। আমরা এর বিরোধিতা করছি।’ তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হাওড়ায় পুরভোট না হওয়ায় নাগরিক পরিষেবা ও পরিকাঠামো নিয়ে নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির সময় শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে, যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে বস্তি অঞ্চলে। তাই অবিলম্বে পুরভোটের দাবিও জানিয়েছে সংগঠন।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে সুদীপ্ত দাস বলেন, ‘গরিব মানুষের পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই সুষ্ঠু গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।’ তাঁর আরও অভিযোগ, হাওড়া জেলার বিভিন্ন বস্তি এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বহু মহিলা সেই সুবিধা পাচ্ছেন না। তাঁদের সকলকে প্রকল্পের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে দরিদ্র মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির রাজনীতির বিরুদ্ধেও সরব হন আন্দোলনকারীরা। এই কর্মসূচিকে ঘিরে হাওড়া পুরসভার সামনে বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনা বজায় ছিল।

সেবা সেতু কর্মসূচিতে চরম বিশৃঙ্খলা ডাঃ হারবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেবা সেতু কর্মসূচিকে ঘিরে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে চরম বিশৃঙ্খলা ও হয়রানির অভিযোগ উঠল। ০২অক্টোবর সকাল থেকেই উস্তি, ফলতা, মন্দিরবাজার–সহ বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত শিবিরগুলিতে মহিলাদের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। উপভোক্তাদের ভিড় সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় প্রশাসনকে। পরিস্থিতির জেরে বহু শিবিরে নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু করতে পারেননি আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েও পরিষেবা না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বহু উপভোক্তারা। বিভিন্ন শিবিরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সরকারি পরিষেবা নিতে এসে এভাবে হয়রানির শিকার হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষুব্ধ উপভোক্তারা।

বাড়ছে মাদকদ্রব্যের রমরমা কারবার

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : ধান উৎপাদনের নিরিখে রাজ্যের ‘শস্যগোলা’ তকমাধারী পূর্ব বর্ধমান জেলাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে মাদকদ্রব্যের কারবারও বেড়ে চলেছে। গাঁজা থেকে শুরু করে হেরোইন, চোলাইমদ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের রমরমা কারবার চলছে জেলার সর্বত্র। এককথায়, মাদকদ্রব্যের পাচারকারীরা এই জেলাকে কার্যত করিডর হিসেবে ব্যবহার করায় ঘাম ছুটেছে পুলিশ–প্রশাসনের। একটা সময় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চোলাইমদের কারবার দমন করতে পুলিশকে দৌড়ঝাঁপ করতে হত। এখন চোলাইমদের পাশাপাশি বেআইনি দেশি–বিদেশি মদ, গাঁজা, হেরোইন প্রভৃতি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের কারবারের কিংপিনের খোঁজ পেতে জেলা পুলিশকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। অবশ্য মাদকদ্রব্য পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক পুলিশি অভিযানে সাফল্যও মিলেছে একাধিকবার। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, মাদকদ্রব্যের পাচার কারবার বেড়ে ওঠার পিছনে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক অবস্থানই অন্যতম প্রধান কারণ। পূর্ব বর্ধমানকে কেন্দ্র করে হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ অংশের সীমানা রয়েছে। রাজ্যের এই ছয়টি জেলার মধ্যে নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ওপারেই রয়েছে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ সীমান্ত। অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলা ঘেঁষে প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের অবস্থান। বর্ধমান সদর শহর থেকে এই সমস্ত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রেল এবং সড়কপথে (জাতীয় সড়ক সহ) সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী দুই মহকুমা শহর কাটোয়া এবং কালনায় ভাগীরথী নদী পেরিয়ে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ সহ অন্যান্য জেলাগুলিতে অতি সহজেই যাওয়া যায়। পাশাপাশি বর্ধমান জংশন এবং কাটোয়া জংশন স্টেশন দু’টি পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত দেশের নানাদিকে যাতায়াত ব্যবস্থার গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এককথায়, রেলপথ, সড়কপথ এবং জলপথে যাতায়াতে সুব্যবস্থার সুফল যাকে বলে। একাধিক মহলের অভিমত, এই সুব্যবস্থাকেই কাজে লাগিয়ে মাদকদ্রব্যের পাচারকারীরা তাদের অবৈধ কারবারের করিডর তৈরি করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলাকে। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিনরাজ্যের মাদকদ্রব্যের কিংপিনরা এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের কারবারের এজেন্ট রেখে দিয়েছে। এই এজেন্টদের বাহকরা নানাবিধ মাদকদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। বাহকরাই এজেন্টদের কারবারের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্থানীয়স্তরের বাহকদের হাত ঘুরে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য পাড়ায় পাড়ায় নানান ঠেকে পুরিয়া আকারে পৌঁছে যাচ্ছে। একসময় এই কারবারে পুরুষদেরই একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। মাদক দ্রব্যের এই রমরমা কারবারে ইদানীং বিভিন্ন বয়সী মহিলাদেরও জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। বাহকের কাজে মহিলারাও বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নেশাগ্রস্তরা মোটা অর্থের বিনিময়ে নানাবিধ মাদকদ্রব্য বাহকদের কাছ থেকেই কিনছে। সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশ জোরদার অভিযান চালিয়ে ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা, হেরোইন সহ কয়েকজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বিশেষ সোর্স কাজে লাগিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কড়া নজরদারি চালাতেই পুলিশ মাদকদ্রব্য পাচার রোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে।। পাচারকারীদের মধ্যে ভিনরাজ্যের বাসিন্দাও রয়েছে। পাচারকারীরা রেলপথ বা সড়কপথে চারচাকা ও টোটোতে চড়ে একাধিক উপায়ে মাদকদ্রব্যগুলি বহন করে

সুকৌশলে নিয়ে নির্দিষ্ট ঠেকে পৌঁছে দেয়। পুলিশ সহ আবগারি দপ্তর পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গজিয়ে ওঠা চোলাইমদের অসংখ্য উৎপাদন কেন্দ্র সহ ঠেকগুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং কয়েক হাজার লিটার চোলাইমদ সহ বিপুল পরিমাণ উৎপাদন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্যের বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে পুলিশের এমনতর ধারাবাহিক অভিযান জেলাবাসীর নজর কেড়ে নিয়েছে।

‘সারথি’ প্রকল্পে পড়ুয়াদের হাতে উন্নত মানের সাইকেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পড়ুয়াদের হাতে উন্নত মানের সাইকেল তুলে দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যেই সাইকেল উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছে সরকার। ২৯ সেপ্টেম্বর হাওড়ার ব্যাঁটরার মধুসূদন পাল চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি ‘সারথি’র সূচনা করে এমনই পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, আগে সাইকেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে এনে রাজ্যে সেগুলি সংযোজন করা হত। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গেই সাইকেল তৈরির কারখানা গড়ে তুলতে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে রাজ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হতে পারে।

নতুন প্রকল্পে সাইকেলের গুণগত মান নিশ্চিত করতে ত্রিস্তরীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, খারাপ রাস্তা দিয়েও যাতে পড়ুয়ারা নিরাপদে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারে, সেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সাইকেলে উন্নত মানের টায়ার ও উপযুক্ত আলো ব্যবহারের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। এদিন পূর্ববর্তী সরকারের ‘সবুজসাথী’ প্রকল্পের নাম ও লোগো পরিবর্তন করে ‘সারথি’ প্রকল্প চালুর ঘোষণা করা

হয়। ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যের সরকারি ও সরকার–পোষিত বিদ্যালয়ের ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার পড়ুয়ার হাতে সাইকেল তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য প্রায় ৫০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানানো হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির বদলে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারাও এই সুবিধা পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, সাইকেল সরবরাহের পুরনো ব্যবস্থায় অনিয়মের অবকাশ ছিল। তাঁর অভিযোগ, আগের ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়দের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সাইকেল সংযোজনের কাজ করতেন। বর্তমান সরকার সেই ব্যবস্থা বন্ধ করেছে। এদিন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, পড়ুয়াদের মোবাইল থেকে কমপক্ষে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত দূরে থাকা উচিত। আগে ইলেভেনের ছাত্রদের ১০ হাজার টাকা করে দিত ট্যাবের জন্য। আমরা ভালো ট্যাবলেটের জন্য ১০ হাজার এক্সট্রা দিয়ে দেব, ওতে কোনও অসুবিধা নেই, কিন্তু অবশ্যই তা এডুকেশন ওরিয়েন্টেড হওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আজ যে ‘সারথি’ প্রকল্পে সাইকেল ডিস্ট্রিবিউশন হলো এটা আগের সরকারের আমলে পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে সব ইউনিট এখানে আসত। কিন্তু এখানে তার অ্যাসেম্বল কে করত জানেন? মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো এবং তার আত্মীয় পবন অরোরা ও অঙ্কুশ অরোরা। আমরা এসব বন্ধ করে দিয়েছি। চুরি হবে না, চুরি করতে দেব না।

প্রসঙ্গতঃ পড়ুয়াদের নিরাপদ যাতায়াত, সাইকেলের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং রাজ্যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিকে সামনে রেখেই এদিন ‘সারথি’ প্রকল্পের সূচনা হল হাওড়া থেকে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে এই সাইকেলগুলি তুলে দেওয়া হয়। সাগর ব্লকের বিডিও অনন্ত কুমার গোস্বামী এবং জয়েন্ট বিডিও সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সাইকেল বিতরণ পর্ব সম্পন্ন হয়। এদিন প্রথম ধাপে সাগর ব্লকের মোট তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। যার মধ্যে শ্রীধাম গঙ্গাসাগর স্বামী কপিলানন্দ বিদ্যাভবন হাই স্কুলের ১২৫ জন, খান সাহেব আবাদ হাই স্কুলের ১৭২ জন এবং ধবলাট লক্ষ্মণ পরবেশ বিদ্যালয়ের ৩২৯ জন– সবমিলিয়ে মোট ৬২৬ জন মেধাবী ও প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন সাইকেল তুলে দেওয়া হয়।

ধবলাট লক্ষ্মণ পরবেশ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলে, আমাদের দূরগ্রাম থেকে প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। পুরনো প্রকল্পের সাইকেলের চেয়ে এই নতুন সারথি সাইকেলটি দেখতে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও মজবুত মনে হচ্ছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ০৩ অক্টোবর – ০৯ অক্টোবর, ২০২৬

নিরঞ্জন হোক নবভাবনায়

আনন্দময়ী মা দুর্গার আগমনের প্রস্তুতি পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় তুঙ্গে। পিতৃপক্ষের অবসানে মাতৃপক্ষের সূচনা হতে চলেছে কয়েকদিন বাদেই। দেবী প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রসঙ্গ এই লগ্নেই তোলা বাঞ্ছনীয়।

পরিবর্তনের বাংলায় দুর্গাপুজোর সংস্কৃতি অনেকটাই পুরনো ঐতিহ্য অনুযায়ী করার ঘোষণা করা হয়েছে। বিকৃত মাতৃ প্রতিমা নির্মাণ কিংবা ডি. জে শব্দ দানবের হাত থেকে দুর্গাপুজো অনেকটাই মুক্তি পাবে আশা করা যায়। কয়েক দশক ধরে নদী কিংবা জলাশয়ের ধারে পুজো করা প্রতিমা নিতান্ত অবহেলায় পড়ে থাকে দিনের পর দিন। যদিও শাস্ত্রমতে ঘটে প্রতিমার বিসর্জন হলেও নদী কিংবা জলাশয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন রীতি এবং বিধান। জলদূষণের কারণে আইন প্রণয়ন হয়েছে কিন্তু বিকল্প ভাবনা হয় নি। এখন বাড়িতে পুজো করা প্রতিমাগুলি এবং ফুলমালা ইত্যাদি পথের ধারে ফেলে রাখতে বাধ্য হন গৃহস্থরা। পরিবর্তনের বাংলায় এমন দৃশ্য দূষণের চিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হবে আশা করা যায়। আশা করা যায় দশমীর দিন ও পরের দিন সংবাদমাধ্যমে গঙ্গা থেকে ‘আবর্জনা’ মুক্ত করার কাজ চলছে এমন বেদনাদায়ক সংবাদ পড়া বা দেখতে হবে না। দু’দিন আগে যে মাতৃপ্রতিমাকে নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো পাঠ করা হয়েছে, পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে সেই দুর্গা মাকে ক্রেনে করে তুলে নেওয়া কিংবা কলাবৌকে পুরসভার রেখে দেওয়া ভ্যাটে ফেলতে বাধ্য করার একটিও ঘটনা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে বর্তমান রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেবেন। কৃত্রিম জলাশয় বানিয়ে প্রতিমা ভাসান নয়, নির্দিষ্ট জলাশয়ে প্রথামাফিক ভাসান হোক। কয়েকদিন বাদে পুরসভা জলাশয়কে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিক। নদীর ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা সম্ভব। সুনিষ্ঠ পরিসরে এবং সময় পর্যন্ত নদীতে ঠাকুরের উপকরণ এবং বিসর্জ্জিত প্রতিমা থাকুক। বহু পারিবারিক ঠাকুর দেখা গেছে কিছু পৌরকর্মীর অতি সক্রিয়তার কারণে বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের হাত–পা টেনে নিয়ে গিয়ে স্তুপাকার করে রাখা হয়। পুরসভার ময়লা ফেলার গাড়িতে পুজোর উপকরণ, কলাবৌ এবং সদ্য বিসর্জ্জিত ভাঙাচোরা দেবী প্রতিমাকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। ধর্মীয় ভাবাবেগে দিনের পর দিন এই কাজ চলেছে। এই দৃশ্যদূষণের বৈজ্ঞানিকভাবে অবসান ঘটানো জরুরী। প্রয়োজনে নদীপাড়ে কৃত্রিম জলাশয় তৈরী হোক যেখানে সারা বছরই প্রতিমা বিসর্জ্জিত হবে। সারা বছর অর্চনার সুযোগ থাকবে সেই সব জলাশয়গুলিতে এবং নিয়মিতভাবে ধর্মীয় মহিমা, ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতিমার নিরঞ্জন ও উপকরণ যথাযথভাবে নিমজ্জিত করা হবে। পুজো উপকরণের অধিকাংশ সামগ্রীই বায়োডিগ্রেডেবেল বা সহজেই পচনশীল, এমনকী জলজ প্রাণীদের খাদ্য উপকরণও ঘটে। বহু স্বেচ্ছাসেবী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গাড়ি করে বিভিন্ন পাড়া থেকে বিসর্জন হয়নি এমন মাটির ঠাকুর সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট জলাশয়ে বিসর্জনের ব্যবস্থা করতে পারে। বিসর্জনের পর সেই সব জলাশয় থেকে মাটি তুলে পুনরায় প্রতিমা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করার অবকাশ থাকে। বাস্তুতন্ত্র ও অর্থনীতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে দেবী প্রতিমার নিরঞ্জন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

উত্তম জন্মেও কখনও সংসার ভাব পান নি এমন বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেব বা মনুষ্য আরও সুদুর্লভ। তুমি আমার মত বৈরাগ্যবান হলেও এখনও আত্মবিচারে পারদর্শী হও নাই, তাই তোমার মধ্যে এখনও সংসারভ্রম বিদ্যমান আছে। তোমার উচিৎ শীঘ্রই আত্মবিচারে মনোনিবেশ করা। অদ্বয় পরমপদ লাভের সেই প্রকৃষ্ট উপায়। বশিষ্ঠ বললেন, রাজস–সাত্ত্বিক হয়ে যাঁরা ইহলোকে জন্মেছেন, তাঁরা সর্বদা আনন্দময় ও চাঁদের মত সুদীপ্ত থাকেন। অনেক বিপদ–আপদেও তাঁরা মলিনতায় জর্জরিত হন না। মনে তাঁদের চাঞ্চল্য কদাপি দেখা যায়। ঐ সাধুগণ সর্বদা সমতা ও সৌম্যভাবে বিরাজমান থাকেন। সেই মহাত্মাগণের অনুকরণ করলে বিপদাপন্ন হতে হয় না। তাঁদের উপদেশ গ্রহণে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার সাধু উপায়। সৎ–শাস্ত্রের বিচার, জগতের অনিত্যতা ভাবনা করায় বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, তারপর ঐহিক ও পারলৌকিক কর্মসমূহকে আপদস্বরূপ জ্ঞান করতে হয়।

ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম কখনোই মুক্তিপ্রদ নয়, তা উপলব্ধি হলে সেই আপদকর্মে সম্পদবুদ্ধি স্থাপিত হয় না। তারপর আমি কে, এই সংসার বন্ধন কেন, অলীক জগৎ কেন সত্য রূপে প্রতীত হয় ইত্যাদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিয়ে মহাত্মাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃত সাধুর শরণাপন্ন হলে মোক্ষের উপায় হস্তগত হয়। এইভাবেই আত্মবিচার পরায়ণ হয়ে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করা কর্তব্য। সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত থাকে তেমনই অসীম পরমপদে সমস্ত প্রপঞ্চ বিধৃত হয়ে থাকে। বিশাল বিশ্ব, মহাগগন, আদিত্য, পৃথিবী, এমনকি সামান্য কৃমি–কীট, অদৃশ্যপ্রায় জীবাণুতেও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র বিরাজিত আছেন। নানা আকৃতি, নানা দেহ, নানা সত্তায় চিদংশের কোন ভেদ নেই। সুতরাং একমাত্র সৎ বস্তুই যখন সংস্থিত আছেন এবং থাকেন, তখন আর কি ই বা জন্মাবে, কি ই বা নষ্ট হবে? যা জন্মায় এবং নষ্ট হয়, তা অবস্তু বৈ বস্তু নয়। হে রাঘব! তুমি যা দেখছ, সবই বস্তুর আভাস মাত্র, চিতের প্রতিবিম্ব। সুতরাং কোন কিছুর জন্য হর্ষ বা শোক করা বৃথা। চিতের সমস্ত প্রতিবিম্বই সৎ ও অসৎ, দুইই।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

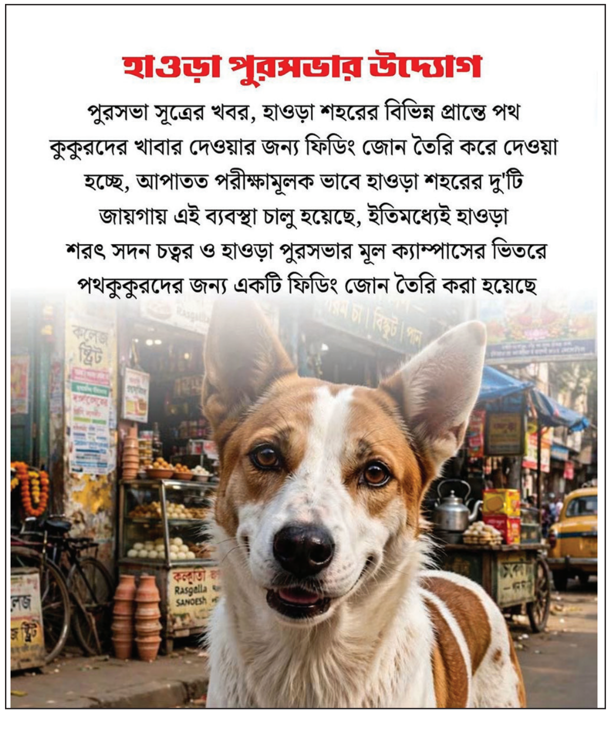

হাওড়া পুরসভার উদ্যোগ

পুরসভা সূত্রের খবর, হাওড়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পথ কুকুরদের খাবার দেওয়ার জন্য ফিডিং জোন তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে হাওড়া শহরের দু'টি জায়গায় এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে, ইতিমধ্যেই হাওড়া শরৎ সদন চত্বর ও হাওড়া পুরসভার মূল ক্যাম্পাসের ভিতরে পথকুকুরদের জন্য একটি ফিডিং জোন তৈরি করা হয়েছে

বিজেপি যদি এবার ক্ষমতায় না আসতো তাহলে কি হতো?

প্রিয় মিত্র

পশ্চিমবঙ্গের পালা পরিবর্তন হয়েছে মাত্র ৫ মাস। এরই মধ্যে সদ্য গঠিত সরকারের চুলচেরা বিচার করতে শুরু করেছে বেশ কিছু মানুষজন। বিশেষ করে পূর্বের সরকার যে বিভিন্ন ভাতা দিত তার তুল্য–মূল্য বিচার চলছে। কেউ বলছেন, আগে তো সবাই লক্ষ্মীর ভান্ডার পেত, এখন কেন ঝাড়াই বাছাই করা হচ্ছে। আবার কেউ বলছে, আগে তো সব দুর্গাপূজা কমিটি ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পেত, এখন কেন বৈষম্য আনা হচ্ছে। যা কিছু চুলচেরা বিচার হচ্ছে তা সবটাই ভাতাকেন্দ্রিক। পিছিয়ে পড়া একটি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের যে রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন এবং তার জন্য সদ্য গঠিত সরকার কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সে বিষয়ে অনেকেই আলোকপাত করছেন না। মনে করুন যদি এবার বিধানসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী বিজেপি সরকার গঠিত না হত তাহলে কি হতো। প্রথমত রাজ্যের সুরক্ষার স্বার্থে পূর্বতন তৃণমূল সরকার কোনোদিনই সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বিএসএফের জন্য সীমান্তে জমি চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে জিহাদী জঙ্গীরা–অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গকে একটা সেফ করিডর বানিয়ে ফেলেছিল। বিজেপি সরকার গঠন হবার পরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৎপরতার সঙ্গে সীমান্তে জমি ইতিমধ্যেই হস্তান্তর করে দিয়েছে বিএসএফকে। সীমান্তে এখন সুরক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। পূর্বতন সরকারের আমলে যত্রতত্র জিহাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

বাংলাদেশ পাকিস্তানের জিহাদী জঙ্গিগোষ্ঠী এ রাজ্যে মডিউল তৈরি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন ধরে। নতুন সরকার গঠিত হবার পর গোয়েন্দা এবং এস টি এফ এর জালে একের পর এক জঙ্গি গ্রেপ্তার হচ্ছে। যেটা পূর্বতন সরকারের আমলে কল্পনা করা যেত না। পূর্বতন সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের সুড়সুড়ি দিয়ে এমন জায়গায় তুলেছিলেন যাতে করে বিভিন্ন গন্ডগোলে তাদেরকে ঢাল করে একাধিক অশান্তির ঘটনা ঘটানো হয়েছে। সেই সময় প্রশাসন কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকসভা নির্বাচনে গণতন্ত্রকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। অবাধ নির্বাচন দীর্ঘদিন পর দেখল বাংলা ২০২৬–এর বিধানসভার নির্বাচনে। তার জন্য অবশ্যই নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। পূর্বতন সরকার নিজের ইচ্ছেমতো রাজ্যের জন্য পৃথক জাতীয় সঙ্গীত তৈরি করেছিল। এযেন ভাঁড়ের হ্যান্ডেলের মতো অবস্থা। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় মন্ত্র নিয়ে মানুষের যে উন্মাদনা তা আগে দেখা যায়নি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস বাঙালি আগে জানতে পারেনি। ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হবার পর রাজ্য জুড়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মানুষের আবেগ চোখে পড়ার মতো। বিজেপি সরকার গঠন হবার পর মেরুদন্ড ভেঙে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে নতুন করে অক্সিজেন দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাই পার্ক সার্কাসের মতো এলাকাতেও আমরা দেখেছি পুলিশ কিভাবে তার রাজ ধর্ম পালন করতে পারে। বিজেপি সরকার গঠিত না হলে এই রাজ্য থেকে বাম আমলে বিতাড়িত আন্তর্জাতিক লেখিকা তসলিমা নাসরিন কলকাতায় পা রাখতেই পারতেন না। বাম আমলে আমরা দেখেছি এ রাজ্য থেকে তৃণমূলের আন্দোলনের জেরে ফিরে গিয়েছিল টাটা গোষ্ঠী।

তৃণমূল আমলে একের পর এক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ভিন রাজ্যের বা ভিনদেশের কোন বিনিয়োগ এ রাজ্যে আসেনি। কর্মসংস্থান শিকেয় উঠেছিল। শুধুমাত্র চুক্তিভিত্তিক আর ভাতার বিনিময়ে চলছিল পশ্চিমবঙ্গ। নতুন রাষ্ট্রবাদী বিজেপি সরকার গঠন হবার পর আমরা লক্ষ্য করছি এই বাংলায় একের পর এক শিল্পপতি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গোষ্ঠী তারা লগ্নী করতে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। গৌতম আদানি গোষ্ঠী এই বাংলায় ১ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নী করতে চলেছেন। নিউ টাউনে ৫২ একর জমিতে আগামী ৩ বছরে গড়ে উঠবে আদানি আরোগ্য মন্দির। বিশ্বমানের হাসপাতালে ২০০০সজ্জা, গরিবদের জন্য বরাদ্দ ১০০০ বেড। নির্মাণে ব্যয় হবে ৪ হাজার কোটি টাকা। ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ। তৃণমূল আমলে আমরা দেখেছি সরকারি পয়সায় দীঘায় জগন্নাথ ধাম কোথাও দুর্গা অঙ্গন ইত্যাদি। তৃণমূল আমলে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন রাত জেগেছে মহানগরীর পথে। নতুন বিজেপি সরকারের আমলে গত ৫ মাসের মধ্যেই নতুন করে একটা পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তোলার তৎপরতা শুরু হয়েছে। আরো একটি বিষয় হলো তৃণমূল আমলে সরকারের বিরুদ্ধে বালি, গরু, কয়লা চাকরি বিভিন্ন চুরির অভিযোগে সরব হয়ে উঠেছিল বিরোধীরা। এমনকি, আরজিকর কান্ডের মত ঘটনারও কোনো বিচার হয়নি। একবার ভেবে দেখুন যদি ৪ মে রাজ্যে পালা পরিবর্তন না হতো, যদি এখানে আবার তৃণমূলের সরকারি থেকে যেত তাহলে কি হতো। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল আমলের ১৫ বছরে ছোট বড় মেজ সেজ তৃণমূল নেতা–নেত্রীরা এমনভাবে দিনযাপন করতেন মনে হতো এক একজন যেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সে হয়তো মাধ্যমিকও পাস নয় তার ৩ জন সরকারি দেহরক্ষী। জেলা পরিষদের সামান্য একজন সদস্য কিংবা একটা ব্লকের দলের সভাপতি তাদেরও কারো ৩ জন কারো ১১ জন দেহরক্ষী। যে দেহরক্ষীদের সরকারি হিসাবে মাইনা দিত পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। ১৫ বছর আগে যে তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা ভালো করে সংসার চালাতে পারতেন না, বাইক তো দূরের কথা সাইকেলে ছিল না। ১৫ বছরের মধ্যেই অধিকাংশ নেতা–নেত্রীদের স্করপিও গাড়ি হয়ে গেছে। বাড়িসহ একাধিক বাংলো হয়েছে। এবার যদি আবার তৃণমূল ক্ষমতায় আসতো তাহলে তাদের হালচাল কি হত একবার ভেবে দেখবেন। পূর্বতন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সগর্বে ঘোষণা করতেন, যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খেতে প্রস্তুত। বুঝতেই পারছেন কাদের কথা বলেছেন। ওই দুধেল গাইরা তাই সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়িয়েছে। পুলিশ প্রশাসন দুধেল গাইদের ব্যাপারেও ছিল নীরব। ভাবুন যদি তৃণমূল আবার ক্ষমতায় আসতো ওই দুধেল গাইদের আচরণ কেমন হতো। হিন্দু সনাতনীরা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার–আচরণ স্বাভাবিকভাবে পালন করতে পারত না। একটা কথা তো অস্বীকার করা যাবে না, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া তৃণমূল আমলের হিন্দু সনাতনীরা অন্তত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আর একটা বিষয় বলে এই লেখা শেষ করব। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল। বিরোধী বিশেষ করে বিজেপি যারা করেছেন তাদেরকে দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া থাকতে হয়েছে এমনকি অনেককেই খুন করা হয়েছে নৃশংসভাবে।

এবার বিধানসভা প্রচার পর্বের শেষ লগ্নে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন চিফ সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি যে হুমকি দিয়েছিল সেটা মনে আছে কি, কি যেন বলেছিলেন ৪ঠা মে ১২টার পর দিল্লির কোন জল্লাদ আছে কে কাকে বাঁচায় দেখব, মনে আছে সেই কথা। মনে করুন যদি তৃণমূল ক্ষমতায় আসতো ৪ঠা মে–র পর এই বাংলার অবস্থা কি হতো একবার ভেবে দেখেছেন কি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা বিধানসভা যেখানকার স্বঘোষিত পুষ্পা জাহাঙ্গীর খান, যদিও তিনি ভোটের লড়াইয়ের আগেই কেটে পড়েছিলেন এখন জেলের ভাত খাচ্ছেন বলেই খবর। ওইখানকার হরিণডাঙ্গা এলাকার এক বাসিন্দা কৃপাকর হালদার জানালেন, যদি রাজ্যে পরিবর্তন না হত যদি তৃণমূল কংগ্রেসী আবার ক্ষমতায় আসতো তাহলে আমরা এতদিন বোধহয় পৃথিবীতে থাকতে পারতাম না। কারণ আমাদের বলাই হয়েছিল ৪ তারিখের পর জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে। এবার ভেবে দেখুন রাজ্যে যদি রাষ্ট্রবাদী বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত না হত তাহলে কি হতো?

ভারতের বেকারি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিদেশি লগ্নির ঘোষণা

আরিফুল ইসলাম
(চেন্নাই থেকে ফিরে)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বেকারি, বিস্কুট ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে আরও আধুনিকীকরণ কীভাবে করা যায় তার ৩ দিনব্যাপী প্রদর্শনী হয়ে গেল তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ের ট্রেড সেন্টারে। আয়োজক তামিলনাড়ু বেকার্স ফেডারেশন সহযোগিতায় বিজয় থালাপতির ক্ষুদ্র–মাঝারি শিল্প দফতর। সঙ্গে কয়েক হাজার কোটি টাকার লগ্নির ঘোষণা।

ইদানীং সারা দেশের বেকারি বিস্কুট–সহ প্রায় সমস্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ভয়াবহ সমস্যা জ্বালানির খরচ বৃদ্ধি পাওয়া ও অতি সম্প্রতি খাদ্য সুরক্ষা আইনের কড়াকড়ি। এই দুই লক্ষ্যে দক্ষিণের এই রাজ্যের বেকারি মালিক সংঘটন একটা দিশা দেখানোর চেষ্টা করেছে যা ভুয়সী প্রশংসার দাবি রাখে।

ওভেন প্রস্তুতকারক হিসাবে সারা ভারতে দু'টি কোম্পানির এখনো অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে আছেন তাদের গুণমান ও প্রযুক্তির কারণে। বেঙ্গালুরুর কোম্পানি যুক্ত ডেনমার্কের সঙ্গে এবং ইতালির কোম্পানির সঙ্গে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের কোম্পানির সঙ্গে। এদের দাবি প্রতি বছর তারা চেষ্টা করে কত কম জ্বালানিতে বেশি বেকারি জিনিস উৎপাদন করা যায়। এর সঙ্গে থাকে প্রযুক্তির আধুনিকতার সমন্বয়। একই বক্তব্য ইতালির প্রতিনিধিদের, কারণ এই প্রযুক্তির ক্রমান্নয়ে উদ্ভাবন না করলে বিদেশে এই ওভেন বিক্রি করা যাবে না। তাদের দাবি তৈরি এই ওভেন শুধু ভারত নয় সমস্ত ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, এদেশে তৈরি ওভেন সুদূর মধ্য প্রাচ্যেও যথেষ্ট চাহিদা আছে। সুতরাং গুণমান ঠিক না থাকলে বিদেশে বিক্রি করা সম্ভব হত না। এই দুই দেশের প্রতিনিধি বলেন এই উপমহাদেশের বাণিজ্যের বাজারে চিন এই সব জিনিস তৈরি করলেও ভারতে তৈরি এই দুই কোম্পানির বাজার দখল করতে পারেনি। বেকারি, বিস্কুট শিল্পে ইস্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। উত্তরপ্রদেশের নয়ডা ও মহারাষ্ট্রের পুনেতে কয়েক কোটি টাকার লগ্নি করেছে জাপানের ওরিয়েন্টাল ইস্ট কোম্পানি। ৩ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে হাজির এই কোম্পানির খোদ চেয়ারম্যান য়ুজি কইকে একদল টেকনিশিয়ান নিয়ে।

বাংলা থেকে এই প্রতিনিধি আমন্ত্রিত ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিদেশি প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করি উত্তর–পূর্ব অঞ্চলের করিডোর বাংলায় কেন এই জাতীয় লগ্নি করছেন না? আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জানান তাদের মার্কেট সার্ভে অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরিবেশ ও ওয়ার্ক কালচার খুব আশাপ্রদ নয়। কারণ বিদেশি কোম্পানিরা লগ্নি করার আগে অনেক ভেবে চিনতে তবেই পুঁজি বিনিয়োগ করেন।

দেশ দেশান্তরে

তাইওয়ানে পৌঁছল এফ–১৬ভি যুদ্ধবিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে তাইওয়ানে পৌঁছল আমেরিকার তৈরি নতুন এফ–১৬ভি ব্লক ৭০ যুদ্ধবিমান। ২০১৯ সালে আমেরিকার কাছ থেকে অর্ডার দেওয়া মোট ৬৬টি যুদ্ধবিমানের মধ্যে প্রথম দু’টি ২ অক্টোবর তাইওয়ানের পূর্বাঞ্চলীয় তাইতুংয়ের চিহহাং বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে। কয়েক মাসের বিলম্বের পর এই যুদ্ধবিমানগুলি তাইওয়ানের বিমানবাহিনীর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আমেরিকার কাছ থেকে ২০১৯ সালে প্রায় ৮০০ কোটি ডলারের চুক্তিতে ৬৬টি নতুন এফ–১৬ভি কেনার অনুমোদন পেয়েছিল তাইওয়ান। চুক্তির আওতায় সব বিমান হাতে এলে তাইওয়ানের এফ–১৬ যুদ্ধবিমানের বহর ২০০টিরও বেশি হবে। তবে সফটওয়্যার–সহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বিমানগুলির সরবরাহ নির্ধারিত সময়ের তুলনায় পিছিয়ে যায়।

২ অক্টোবর দুপুরে বিমানগুলি তাইওয়ানের তাইতুংয়ের চিহহাং বিমানঘাঁটিতে নামে। আমেরিকা থেকে যাত্রা করে যুদ্ধবিমান দু’টি হাওয়াই ও গুয়ামের হয়ে তাইওয়ানে পৌঁছয়। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েলিংটন কু জানিয়েছেন, চলতি বছরের শেষ হওয়ার আগেই আরও এফ–১৬ভি যুদ্ধবিমান দেশে পৌঁছবে। তবে ঠিক কতগুলি বিমান কবে আসবে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানাননি।

চীনের সঙ্গে উত্তেজনার আবহে সরবরাহ।

তাইওয়ানের কাছে এই নতুন যুদ্ধবিমান পৌঁছনোর ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। বেজিং তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে। অন্যদিকে, তাইওয়ান জানিয়েছে, চীনা সামরিক বাহিনীর তৎপরতার উপর নজর রাখতে তাদের বিমানবাহিনীকে প্রায় প্রতিদিনই যুদ্ধবিমান উড়িয়ে সতর্কতামূলক অভিযান চালাতে হয়।

তাইওয়ানের অভিযোগ, আমেরিকার কাছ থেকে অর্ডার করা অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে একাধিকবার বিলম্ব হয়েছে। একই সঙ্গে তাইওয়ানে উদ্বেগ রয়েছে, ওয়াশিংটনের বর্তমান প্রশাসন ভবিষ্যতে দ্বীপটির অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে কতটা ধারাবাহিক থাকবে তা নিয়ে। যদিও আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাইওয়ান নিয়ে তাদের নীতিতে কোনও পরিবর্তন হয়নি। নতুন এফ–১৬ভি বিমানগুলিতে উন্নত অ্যাভিওনিক্স, রাডার ও অস্ত্রব্যবস্থা রয়েছে। তাইওয়ানের পুরনো এফ–১৬ গুলির তুলনায় এগুলি আরও আধুনিক সংস্করণ। তাইওয়ানের পুরনো এফ–১৬ যুদ্ধবিমানগুলির একটি বড় অংশকে এফ–১৬ভি মানে উন্নীত করার কর্মসূচিও ২০২৩ সালে শেষ হয়েছিল।

বেজিংয়ের আপত্তি

তাইওয়ানে আমেরিকার অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আপত্তি জানিয়ে আসছে চীন। বেজিং বারবার ওয়াশিংটনকে তাইওয়ানে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। নতুন এফ–১৬ভি যুদ্ধবিমান পৌঁছনোর বিষয়ে চীনের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, মার্কিন বিদেশ দফতরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইন্দো–প্যাসিফিক অঞ্চলে তাদের বন্ধু ও মিত্রদের সঙ্গে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং এর মধ্যে তাইওয়ানও রয়েছে।

নতুন যুদ্ধবিমানগুলির আগমন মার্কিন–তাইওয়ান প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে একই সময়ে তাইওয়ান আরও বড় একটি মার্কিন অস্ত্র প্যাকেজের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ফলে এফ–১৬ভি সরবরাহের পাশাপাশি ভবিষ্যতে তাইওয়ানের জন্য মার্কিন সামরিক সহায়তার পরিধি কতটা বাড়ে, সেদিকেও নজর রয়েছে।

তাইওয়ানে প্রথম দু’টি নতুন এফ–১৬ভি পৌঁছনোর ঘটনা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের প্রায় এক সপ্তাহ পর ঘটল। ফলে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের পাশাপাশি ঘটনাটির কূটনৈতিক তাৎপর্যও বিশেষভাবে নজরে এসেছে।

উদ্ভাবনে বদলাচ্ছে শহরের জনস্যানিটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বচ্ছ ভারত মিশনের হাত ধরে গত এক দশকে দেশের শহরগুলিতে জনসাধারণের স্যানিটেশন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। শুধু শৌচাগার নির্মাণ নয়, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা এবং সকলের ব্যবহারের উপযোগী পরিষেবার উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০২২ সালে স্বচ্ছ ভারত মিশন–আরবান ২.০–এর অধীনে ‘টয়লেট 2.0’ উদ্যোগ এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে বাতিল হয়ে যাওয়া একটি বাসকে পুনর্ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে মহিলাদের জন্য ‘স্থির টয়লেট’। এতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির কমোডের পাশাপাশি স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন, ইনসিনারেটর এবং শিশুদের দুধ খাওয়ানো ও ডায়াপার বদলের ব্যবস্থা রয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে সেন্সর–চালিত আলোও চালানো হয়।

নবি মুম্বইয়ে পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক, বোতল, কিবোর্ড ও বাতিল ধাতু ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে পরিবেশবান্ধব ‘অ্যাসপিরেশনাল টয়লেট’। প্রতিদিন প্রায় ৮ থেকে ৯ হাজার মানুষ এটি ব্যবহার করেন। পুরুষ, মহিলা, শিশু ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে পৃথক ব্যবস্থা।

ভোপালের ‘ফ্রেশরুম’ স্মার্ট লাউঞ্জে সেন্সর–চালিত শৌচাগার, স্পর্শহীন ইউরিনাল, শাওয়ার, লকার, ওয়াই ফাই, ক্যাফে ও শিশুদের পরিচর্যার সুবিধা রয়েছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে জনস্যানিটেশনকে আরও ব্যবহারবান্ধব করার চেষ্টা হয়েছে সেখানে।

মহারাষ্ট্রের করাডে স্যানিটারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৩০০– ৩৫০ কেজি স্যানিটারি বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। অন্যদিকে, তিরুপতিতে তীর্থযাত্রীদের জন্য তৈরি হয়েছে আধুনিক ‘পিংক টয়লেট’ ও কমন পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স।

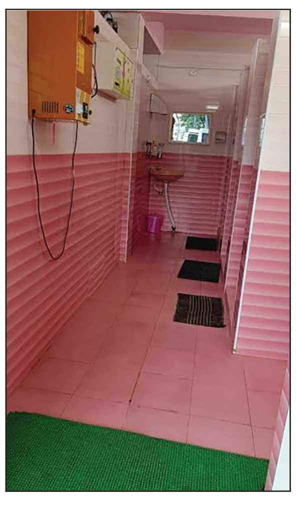

কেন্দ্রের বক্তব্য, এই উদ্যোগগুলি দেখাচ্ছে—শৌচাগার এখন শুধু মৌলিক পরিষেবা নয়; পরিচ্ছন্নতা, মর্যাদা, নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উদ্ভাবনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সাংবাদিক নিগ্রহে প্রতিবাদ

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শিলিগুড়ির খালপাড়া অঞ্চলে এক নামি কোম্পানির চালের ব্র্যান্ড ব্যবহার করে নিম্নমানের যে চাল প্যাকেটজাত করা হচ্ছিল সেই গুদামে শিলিগুড়ি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ হানা দেন। সেই খবর করতে গিয়ে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সাংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের অতর্কিত হামলা চালানো হয় এবং হেনস্থা করে মোবাইলও কেড়ে নেওয়া হয়।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে সঠিক খবর জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরা পাশাপাশি

"চলবে কলম" হবে প্রতিবাদ
We want justice
Ours demand Justice
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ গণতন্ত্রের উপর আঘাত
ধিক্কার
শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাব

প্রশাসনকেও সহায়তা করা। কিন্তু তা এই তারপরেও অনেক বেশ কয়েকটি ঘটনা দেখা গেছে। শিলিগুড়ির জার্নালিষ্ট ক্লাবের সদস্যরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক সময় হেনস্থার শিকার হতে হয়, এইদিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এরই প্রতিবাদে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের এর সকল সদস্য ও সদস্যা এবং পদাধিকারীরা শিলিগুড়ি থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং সেখানে অনতিবিলম্বে অভিযুক্ত উক্ত দোকানের কর্ণধার জনৈক বিষ্ণু বনশাল এবং বিবেক বনশালকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে তাদের ৩ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি অংশুমান চক্রবর্তী সম্পাদক তারক সরকার ও অন্যান্য পদাধিকারীরা ও সাংবাদিক বন্ধুরা শিলিগুড়ির মুখ্য ডাকঘরের সামনে অবস্থিত গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এক নীরব প্রতিবাদ দিবস পালন করেন।

এই হামলার ঘটনায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।পেশাগত দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকদের উপর হামলা একটি গুরুতর বিষয় এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির প্রতি সরাসরি হুমকি। সাংবাদিকদের ভয় বা ভীতি ছাড়াই সত্য তুলে ধরার জন্য সংবাদ পরিবেশন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

তারা জানান, এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের প্রতি আমরা সংহতি জানাচ্ছি এবং ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা এবং সংবাদকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছি। সাংবাদিকদের উপর হিংসা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে এবং যারা সত্য তুলে ধরেন, তাঁদের নিরাপদ রাখতে হবে।

ব্রাউন সুগার সহ ২ জন আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার সহ ২ জনকে আটক করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার পাচার করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সোমবার রাতে এসওজি ও এনজিপি থানার যৌথ টিম কাউয়াখালির পোড়া ঝাড় এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন তাদেরকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই তাদের হেফাজত থেকে ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তির নাম জনৈক সানাউল শেখ ও মোহাম্মদ রাশিদুল হক, উভয়েরই বাড়ি মালদায়। তাদেরকে গ্রেপ্তার করার পর জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে ছাড়া হল বাঘিনী

কুনাল মালিক : ভারতে বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে ২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে একটি বাঘিনী ছাড়া হল কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে। ভারতের বন্যপ্রাণী সপ্তাহ ২০২৬–এর সূচনায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই সফল পুনঃপ্রবর্তনে সহযোগিতার জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানান ভূপেন্দ্র যাদব।

উত্তরবঙ্গের বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বক্সার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৮৩ সালে বক্সাকে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এটি ভুটান ও অসমের বনাঞ্চল এবং সংরক্ষিত এলাকার সঙ্গে যুক্ত একটি বৃহত্তর পরিবেশগত ল্যান্ডস্কেপের অংশ। তবে কয়েক দশক ধরে বাসস্থানের অবক্ষয় ও খণ্ডীকরণ, ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন এবং শিকারের প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে স্থায়ী বাঘের জনসংখ্যা বজায় রাখার মতো পরিবেশগত পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় ধরে এই সংরক্ষণ কেন্দ্রে স্থিতিশীল স্থায়ী বাঘের জনসংখ্যার অনুপস্থিতি দেখা যায়।

বক্সার পুনরুদ্ধারের কাজ দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে চালানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি ও ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া –এর সহায়তায় ২০১৮ সাল থেকে টাইগার অগমেন্টেশন অ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাঘের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ভিত্তি পুনর্গঠন, বাসস্থান উন্নয়ন, শিকারের প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি, সুরক্ষা ও নজরদারি জোরদার করা, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিকারের প্রাণীর সংখ্যা বাড়াতে ৮০০–রও বেশি চিতল ছাড়া হয়েছে। গত আট বছরে প্রায় ৩৮০ হেক্টর তৃণভূমি পুনরুদ্ধার বা রূপান্তর করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে শিকারের প্রাণীর সংখ্যায় ইতিবাচক প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ থেকেও বক্সা ল্যান্ডস্কেপে বাঘের চলাচলের উৎসাহব্যঞ্জক প্রমাণ মিলেছে।

বাঘিনী ছাড়ার ঘটনা একটি পরিকল্পিত, পর্যায়ক্রমিক এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিযোজিত পুনরুদ্ধার কর্মসূচির প্রথম ধাপ। বাঘিনীটিকে বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে আনা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত, পশুচিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি মূল্যায়ন করে এবং নির্ধারিত প্রোটোকল অনুসরণ করেই এই স্থানান্তর করা হয়েছে। ছাড়ার পর বাঘিনীটির ওপর নিবিড় নজরদারি চালানো হবে। এর জন্য টেলিমেট্রি, ক্যামেরা ট্র্যাপ এবং মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ একসঙ্গে ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে বাঘিনীটির চলাচল, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, স্বাস্থ্য এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হবে।

এই কর্মসূচির লক্ষ্য শুধুমাত্র বক্সায় বাঘ ফিরিয়ে আনা নয়। এর উদ্দেশ্য এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে বাঘের একটি জনসংখ্যা গড়ে উঠতে, প্রজনন করতে এবং শেষ পর্যন্ত কার্যকর ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলে পরবর্তী পর্যায়ে আরও বাঘ ছাড়া হবে।

বক্সায় বাঘের পুনরুদ্ধার বৃহত্তর ল্যান্ডস্কেপের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গ, অসম এবং ভুটানের সঙ্গে এর পরিবেশগত সংযোগ রয়েছে। ফলে বৃহত্তর সংযুক্ত ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে বন্যপ্রাণীর চলাচল ও বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়। বক্সার পরিবেশগত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা শুধু বাঘ সংরক্ষণেই নয়, বন, তৃণভূমি, শিকারের প্রাণী এবং বৃহত্তর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই উদ্যোগের সাফল্য কতগুলি বাঘ ছাড়া হল, তা দিয়ে মাপা হবে না। বরং দীর্ঘমেয়াদে নিরাপদ বাসস্থান, পর্যাপ্ত শিকারের প্রাণী, কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা, পরিবেশগত সংযোগ, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় মানুষের অর্থবহ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি সুস্থ, মুক্তভাবে বিচরণকারী এবং স্বনির্ভর বাঘের জনসংখ্যা প্রতিষ্ঠিত হল কি না, তার ওপরই সাফল্য নির্ভর করবে।

পিএমইজিপি সচেতনতা

Khadi India
পি.এম.ই.জি.পি জেলা স্তরীয় সচেতনতা বৈঠক
আয়োজক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজে পালন হল পিএমইজিপি সচেতনতা কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন খাদি ও গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদের জেলা আধিকারিক তপন মন্ডল, জেলা শিল্প দপ্তরের ম্যানেজার রথীন রায়, সোনামুখী গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজ অধ্যক্ষ শুভঙ্কর দাস এবং বাঁকুড়া জেলার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের জেলা আধিকারিক পঙ্কজ কুমার সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় এবং ২ জন সফল পিএমইজিপি উদ্যোগীকে সংবর্ধিত করা হয়। বর্তমান সময়ে সরকারের প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্পের মাধ্যেমে শিল্প স্থাপন করলে সাধারণ পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ এ ছাড়া তপশিলি জাতি উপজাতি অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরুষদের জন্য ৩৫ শতাংশ ছাড় বা মার্জিন মানি পাওয়ার অধিকারী। পিএমইজিপি প্রকল্প মাধ্যমে উৎপাদন মূলক (ম্যানুফ্যাকচারিং) ও সেবা মুলক (সার্ভিসিং) এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও লক্ষ্য করা যায়।

হাওড়া স্টেশনে ফের বিপুল নগদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনযাত্রীর ব্যাগে ফের নগদ টাকার পাহাড়! হাওড়া স্টেশনে ফের বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ডাউন শিপ্রা এক্সপ্রেস থেকে নামা মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা রোহিত সিংয়ের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হলো ৪৪ লক্ষ টাকা। টাকার উৎস সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এবং বৈধ নথি দেখাতে না পারায় তাঁকে আটক করে আরপিএফ। পরে উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ সহ তাঁকে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের বিদিশা থেকে ট্রেনে চেপে হাওড়া স্টেশনের ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামেন ওই যাত্রী। তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তল্লাশি চালান কর্তব্যরত জওয়ানরা। ব্যাগ খুলতেই মেলে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা, গণনার পর টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪ লক্ষ। জিজ্ঞাসাবাদে কলকাতায় সোনা কেনার জন্য ওই টাকা নিয়ে আসছিলেন বলে দাবি করেন রোহিত। তবে টাকার উৎস ও লেনদেন সংক্রান্ত নথি দেখাতে না পারায় বিষয়টি আয়কর দপ্তরকে জানানো হয়। উদ্ধার হওয়া অর্থের উৎস, এর সঙ্গে কোনও বেআইনি আর্থিক লেনদেনের যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরের শেষদিকে হাওড়া স্টেশন থেকে মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা সুজিত কালের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা। এর কয়েক দিন আগে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস থেকে নামার পর এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২১ লক্ষ টাকা ও সোনা উদ্ধার করে আরপিএফ। পরপর এই ঘটনায় রেলপথে বিপুল নগদ অর্থ পরিবহনের বিষয়টি নজরদারির আওতায় এসেছে। তবে উদ্ধার হওয়া অর্থের সঙ্গে কোনও অপরাধের যোগ রয়েছে কিনা, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে সরকারি কর্মচারিদের কর্মসুচি বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি কর্মচারী পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা সরকারি কর্মচারী সদস্য সদস্যাগণের উদ্যোগে, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এক কর্মীসভার মাধ্যমে ভারত মায়ের কৃতি সন্তান পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর–এর ২০৬ তম জন্মদিবস উদযাপন সহ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি–দাওয়া পূরণের সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ সহ ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা ঘোষণা ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের আদেশ নামা জারির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংগঠন প্রতিনিধি এবং প্রতিবেশী জেলার প্রতিনিধি সহ বাঁকুড়ার বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ। বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব শঙ্কর সি জানান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর–এর ২০৬ তম জন্মদিনে আমাদের এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভার মাধ্যমে আমাদের সংগঠনের কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

আগামীদিনে আমাদের যে সব দাবিগুলো নিয়ে এগিয়ে চলবো তা হল, অবিলম্বে স্থায়ী পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। ৫–৭ বছর যারা অস্থায়ী পদে কাজ করছে তাদের ডিআরডব্লু পদোন্নতি করতে হবে। ডিআরডব্লুদের মেডিকেল ও ইপিএফ পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাক্স কালেক্টর এবং SAVRP ৬০ বছরের কাজ সহ স্থায়ী কর্মচারীদের মত সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারদের পদোন্নতি তৎসহ বেতন বৃদ্ধি, স্থায়ীকরণ ও সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। সমস্ত ডিপার্টমেন্টের সুষ্ঠ ট্রান্সফার নীতি প্রণয়ন করতে হবে পারিবারিক অসুবিধা গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে স্থানান্তর করতে হবে। বিএসকে মাসিক মাইনে যথার্থ সময় প্রদান সহ হেলথ স্কিম গ্রাচুইটি ৬০ বছরে কাজের নিশ্চয়তা ও স্থায়ী কর্মচারীদের মতো অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। আইটি পার্সনদের মাসিক মাইনে যথার্থ সময় প্রদান সহ হেলথ স্কিম গ্রাচুইটি ৬০ বছরে কাজের নিশ্চয়তা ও স্থায়ী কর্মচারীদের মতো অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফার্মাসিস্টদের পদোন্নতি ও সঠিক সময়ে গ্রেডেশেন লিস্ট প্রকাশ এবং সঠিক মানের কোয়ার্টার প্রদান। সর্বোপরি ক্রমপর্যায়ে ধীরে ধীরে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। পঞ্চায়েত কর্মচারী শূন্যপদ পূরণ, ছুটির দিনে জোর করে কাজ করানো চলবে না। কন্যাশ্রী ও রূপশ্রীর দীর্ঘদিনের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ীকরণের জন্য নির্দিষ্ট নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ। এআরডি কর্মীদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনিং প্রাপ্তির গ্রুপ ডি কর্মীদের প্রমোশনের সুযোগ করে দেওয়া ও গ্রুপে এ, বি, সি নতুন গ্রুপ ডি দের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি করার এবং কর্মচারীদের বাড়ি থেকে ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার মধ্যে কর্মস্থলে সুযোগ করে দেওয়া। অঙ্গনওয়ারীদের নতুন রিক্রুটমেন্ট এবং সুষ্ঠু ট্রান্সফার নীতি প্রদান করতে হবে। বৃষ্টি–বিঘ্নিত দিনে প্রায় দুই শতাধিক সরকারি কর্মচারী সংগঠনের এই কর্মী সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

সরকারি কর্মচারী পরিষদ (SKP)
সৌজন্যে : বাঁকুড়া জেলা কমিটি
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন।
কর্মীসভা

অন্য স্বাদের ধারাবাহিক

মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা

সুবীর পাল

হরেন ঘোষ : দেশের প্রথম কলা–উজিরের খণ্ডিত মৃত্যু

কেউ কেউ কিং নিজে হোন না। কিন্তু কিং মেকার হয়ে ওঠেন সবার অন্তরালে। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক জীবনে সবাই রাজা হতে পারেন না ঠিকই। তথাপি অনেকেই আবার আপন স্বকীয়তায় সঠিক সময়ে উপযুক্ত রাজাকে সিংহাসনে বসানোর কাজটা সেরে থাকেন একেবারে পর্দার আড়ালে। এরকম ঘটনার কথা বিভিন্ন আঙ্গিকে অকস্মাৎ মানুষের নজরে আসে তো অবশ্যই। কিন্তু কালের স্রোতে কিং শুষে নেন প্রচারের সবটুকু দ্যুতি। আর কিং মেকার রয়ে যান উপেক্ষার ও বিস্মৃতির পশ্চাদপদে। এটাই হলো রাজা কারিগরের জন্য পাওনা পাওয়া এক সর্বকালীন পরীক্ষিত উপহাস। হরেন ঘোষও যে তার ব্যতিক্রম নন। সাম্প্রতিক জীবন প্রজন্ম যে তাঁকে একদমই মনে রাখেনি। আর এযুগের বঙ্গজ উত্তরাধিকার তো জানেনও না হরেন ঘোষের আসল পরিচয়। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেই তাঁদের যে চ্যাট জিটিপির বা গুগল সার্চের আতস কাঁচের নির্ভরতা প্রকট হয়ে ওঠে। যা হরেন ঘোষের কৃতিত্বকেই খাটো করে। অথচ এই মানুষটিই ছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম ইম্প্রেসারিও। যাঁর নৃশংসতম মৃত্যুর কিনারা এখনও পর্যন্ত অধরাই রয়ে গেল। হায়রে কি বিচিত্র এই অবজ্ঞাময় সমাপতন।

বিশ্বের শিল্পকলা সংস্কৃতির নানান সামাজিক ইতিহাসের আঙিনায় অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক ও সুরকারের নাম উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মানুষের অন্তরে। কিন্তু এমন কিছু কিছু মানুষও থেকে গেছেন পাশাপাশি, যাঁরা নিজেরা কখনই শিল্পী না হয়েও জনপ্রিয় কলাকুশলীদের প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য নিজেদের আমৃত্যু জীবনপাত করে গেছেন নিরলসভাবে। তাঁরা যে শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে প্রকৃতই সেতুবন্ধনের কাজটা রচনা করে থাকেন। অনেকটা পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে রাম–সেতু নির্মাণে উপেক্ষিত কাঠবিড়ালির ভূমিকা অনুকরণে। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা এই বিরল ব্যক্তিত্বদেরই ইংরেজিতে বলা হয় ইম্প্রেসারিও (Impresario)। গোদা বাংলায় যাকে বলা হয়ে থাকে 'প্রমোদ পরিবেশক'। ভারতের মধ্যে এ হেন প্রমোদ পরিবেশকের পরিচয়ের প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন হরেন ঘোষ। তাঁকে যে ভারতের প্রথম ইম্প্রেসারিও আ্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে যথার্থ কারণে। জীবদ্দশায় তিনি শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন না, শিল্পী নির্বাচন থেকে শুরু করে তাঁদের প্রচার, দেশ বিদেশে সফরের পরিকল্পনা, অর্থসংস্থান এবং শিল্পকলার সমর্থনে মানুষের রুচি গঠনের কাজও করতেন একক কৃতিত্বে। তাঁর বিরল প্রতিভাময় দূরদৃষ্টি এবং সাংগঠনিক দক্ষতা এক লহমায় ভারতীয় নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক ও চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক পরিসরে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন ভূমিকা পালন করেছিল।

১৮৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হরেন ঘোষ। স্থানীয় গ্রামীণ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর তিনি কলকাতার বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীক্ষেত্রে বিদেশে গিয়ে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও চলচ্চিত্র নির্মাণের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে প্রথমে মোটরগাড়ির ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু ব্যবসা করতে থাকলেও তাঁর প্রকৃত মন আকর্ষণের পাখির চোখ হয়ে ওঠে শিল্প–সংস্কৃতির জগতে নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের উপর।

পড়াশোনার জন্য বিদেশে থাকাকালীন ইউরোপীয় ভাবধারার অন্যান্য ইম্প্রেসারিওদের কাজ দেখে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হোন। বিশেষ করে রাশিয়ান প্রমোদ পরিবেশক সের্গেই দিয়াঘিলেভ –এর অসামান্য কর্মকাণ্ডের কথা জানতে পেরে যারপরনাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তখনই তিনি মনে মনে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ধারাবাহিক ভারতীয় শিল্পকলার উচ্চমান অনায়াসেই সারা বিশ্বের কাছে সমীহ আদায় করে নিতেই পারে, কিন্তু দক্ষ সুচারু সংগঠক ও সঠিক পরিকল্পনা প্রবণ পরিবেশকের অভাবে তা জগৎ মঞ্চে জাহির কিছুতেই করতে পারছে না। দেশে ফেরার পর তাই তিনি সেই ভারতের অপরূপ শিল্পকলাকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে–এর বাসনায় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করলেন ক্রমেই নবতম ভূমিকায়। নিজেকে দেশের সর্বপ্রথম ইম্প্রেসারিও হিসেবে আত্মপ্রকাশের অদম্য কামনায়।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। হরেন ঘোষ অবশেষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্ত ভাবধারার অতল সমুদ্র গহ্বরে। তাঁর পরম ইচ্ছাশক্তির অমৃত মন্থনে একে একে তুলে আনলেন একেকটি দেশজ সংস্কৃতির নস্টালজিক মনিমাণিক্য। যার মধ্যে অবশ্যই শুকতারার জ্বলজ্বল করে উঠেছিল একটি নাম উদয় শঙ্কর। সারা দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব একথা আজও নত মস্তকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য যে, দুনিয়া নন্দিত নব্য ধারার নৃত্য শিল্পী উদয় শঙ্কর, সর্ব পরিচিতির উদয় শঙ্কর হতে পেরেছিলেন এই ভারতীয় ইম্প্রেসারিও অফুরান বদান্যতায়। উদয় শঙ্কর নিজ গুণে ভারতীয় নৃত্য জগতের এক বিস্ময়কর শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন, এ নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না। তথাপি যে প্রচারের সার্চলাইটের আলোয় তিনি বর্তমান সময়েও সন্ধ্যার আকাশে পূর্ণ পূর্ণিমা সম উদ্ভাসিত, সেই বসুধা ব্যাপ্তিময় আলোর অন্তরাল বিচ্ছুরিত স্থপতি দ্যুতি কিন্তু ছিলেন হরেন ঘোষ। এই ইম্প্রেসারিওর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো প্রশ্নাতীতভাবে উদয় শঙ্করকে ভারতীয় দর্শকের সকাশে সুপরিচিত করা। ইতিমধ্যেই জগৎ বিখ্যাত রাশিয়ান প্রাইমা ব্যালেরিনা শিল্পী আনা পাভলোভার সঙ্গে লন্ডনে আয়োজিত নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন উদয় শঙ্কর। কিন্তু তখনও প্রচারের ঝলকানি নৃত্যশিল্পীর কাছে অধরাই থেকে গিয়েছিল। একটা প্রবাদ আছে বাংলায়, জহুরি জহর চেনে...। হরেন ঘোষও তাঁর আপন মুন্সীয়ানায় উদয় শঙ্করের অসাধারণ নৃত্য প্রতিভাকে নির্ভুল পর্যায়ে চিনতে পেরেছিলেন। তাই কালক্ষেপণ না করে কলকাতায় তিনি আয়োজন করে ফেললেন উদয় শঙ্করের এক গুরুগম্ভীর নৃত্যানুষ্ঠান। সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান নিজ উদ্যোগে। ফলও মিললো হাতেনাতে। ওই অনুষ্ঠানই উদয় শঙ্করকে এক লহমায় পরিচিতির মধ্যগগনে এনে দেয়। এরপর উদয় শঙ্করকে প্রচারের ব্যাপকতা নিয়ে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তারপরে পরপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ আমেরিকায় নৃত্যশিল্পীর একাধিক অনুষ্ঠানের সুষ্ঠপরিকল্পনা ও নিপুণ আয়োজন করেন হরেন ঘোষ বাড়তি উদ্যোগে। ১৯৩৩ সালে বছরভর সারা ভারতের মধ্যে উদয় শঙ্করের লাগাতার ৪২টি অনুষ্ঠানেরও প্রধান আয়োজক ছিলেন বাংলার এমনতর ইম্প্রেসারিও।

শুধুই কি হরেন ঘোষের দাক্ষিণ্য লাভ করেছিলেন নৃত্য নটরাজ উদয় শঙ্কর? মোটেও নয়। উনার ডান হাতের প্রচার সর্বস্ব আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের কিংবদন্তি ভরতনাট্যম শিল্পী বালা সরস্বতীও। কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে বালা সরস্বতী অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন এই ইম্প্রেসারিওর সৌজন্যে। সত্যজিৎ রায়ও পরবর্তীতে স্বীকার করেছিলেন যে, হরেন ঘোষের জন্যই তিনি বালা সরস্বতীর নৃত্য পরিবেশন দেখতে পেরেছিলেন।

ভারতের এই প্রথম ইম্প্রেসারিও ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রাথমিক যুগেও পথিকৃৎ–এর ভূমিকা পালন করেন। প্রখ্যাত আর্য ফিল্মস (Arya Films) তো তাঁরই প্রতিষ্ঠা করা। ওনার প্রযোজনায় নির্মিত উল্লেখযোগ্য সিনেমাগুলোর মধ্যে হলো বুকের বোঝা, অপরাধী এবং সৈনিক। আবার 'চোরকাঁটা' চলচ্চিত্রে তিনি রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিকের মতো কিংবদন্তী সুরকারদের একত্রিত করেছিলেন একেবারে নিজস্ব ক্যারিশ্মায়। তিনি বি এন সরকার–এর সঙ্গেও যৌথভাবে সিনেমা তৈরি করেছিলেন।

হরেন ঘোষের সমসাময়িক জনসংযোগ আদৌ এখানে থেমে থাকেনি। তিনি ১৯৩৫ সালে ফোর আর্টস অ্যানুয়াল (Four Arts Annual) নামে একটি অভিনব সাময়িকী প্রকাশ করেন। এটি ছিল বার্ষিকী প্রকাশনা। এতে নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক ও চিত্রকলার উপর উচ্চমানের নানান স্বাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। তদানীন্তন সময়ে নৃত্য বিষয়ক এমন উচ্চ মানের প্রকাশনা ছিল পাঠকদের কাছে অত্যন্ত বিরল প্রাপ্তির। এই সাময়িকী তৎকালীন ভারতীয় শিল্প আলোচনার এবং সমালোচনার ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তার জেরে। অস্বীকার করে লাভ নেই, আদতে তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার এক ক্ষণজন্মা অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৩১ সালে কলকাতার ধর্মতলায় তিনি সিনেমা লাইব্রেরী (Cinema Library) প্রতিষ্ঠা করেন একেবারে নিজস্ব প্রচেষ্টায়। এটি ছিল চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছে এক মহামিলনের কেন্দ্রবিন্দু। যেখানে চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত ও শিল্প নিয়ে আলোচনার অবারিত ঠেক চলত জোরকদমে। যা সেই সময়কার শিল্পসংস্কৃতির চর্চার জন্য এই প্রতিষ্ঠান ছিল এক অনন্য শৈল্পিক কলার আদর্শ প্ল্যাটফর্ম।

বিরল প্রতিভাময় হরেন ঘোষের কর্মকাণ্ড বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও মুগ্ধ করেছিল। মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে উদয় শঙ্করের এক নান্দনিক নৃত্যানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সশরীরে উপস্থিত হয়ে সামগ্রিক শিল্প–চিহ্নের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। এমনকি দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে একটি জাতীয় নাট্য কর্মশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। এই কর্মশালা তৈরির পিছনে আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহুবিধ আঞ্চলিক ধারার সংস্কৃতি, নাট্য ও নৃত্যকলাকে একত্রিত করে একটি নিরপেক্ষ শৈল্পিক ছাতার তলায় নিয়ে এসে জাতীয় স্তরের একটি সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রসার কেন্দ্র গড়ে তোলা। কিন্তু বিধির লিখনে অকালে রহস্যময় অকালমৃত্যু তাঁর এই স্বপ্নকে অধরাই করে দিল চিরতরে দুর্ভাগ্যবশত।

সময় যে কখনই থেমে থাকতে শেখেনি। সুতরাং সেই মর্মান্তিক বিদায় বিদারক দিনটি এসে উপস্থিত হয় ৯ জুলাই ১৯৪৭ সালে। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার অভিশপ্ত কালো দিন। সেই বছরের জুন–জুলাই মাসে কলকাতায় তখন ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল দুটি ধর্মকে বাজি রেখে। মহানগরীর ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট, বউবাজার, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ সহ বহু স্থানীয় এলাকা পারস্পরিক মারমুখী ধর্মীয় উত্তেজনা চরমে উঠেছিল তখন। এমনই অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও হরেন ঘোষ কিন্তু সেদিনও তাঁর ধর্মতলাস্থিত কার্যালয়ের দফতরে যান যথারীতি। ব্যস তারপর থেকে জীবিত অবস্থায় তিনি আচমকা বেপাত্তা হয়ে যান। এরপর সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ পার্কস্ট্রিট থানা লাগোয়া রডনস্ট্রিট এলাকায় একটি পরিত্যক্ত স্যুটকেস পড়ে থাকতে দেখা যায়। সন্দেহবশত সেটি খুলতেই তাঁর খণ্ড বিখণ্ড করা মরদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার খবর রটে যেতেই কলকাতা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র চাঞ্চল্য। সকলের কৌতুহলী মনের একটাই প্রশ্ন সেই সময়ে, এই নির্মম খুন কি শুধুমাত্র দাঙ্গার তাৎক্ষণিক উন্মত্ততার বলি? নাকি গভীর চক্রান্ত অনুসারে এটি পূর্ব পরিকল্পিত সংগঠিত হত্যাকাণ্ড? এ হেন রহস্যঘন প্রশ্নের উত্তর আজও যে অমীমাংসিত থেকে গেছে। হরেন ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মতবাদ রয়ে গেছে বিভিন্ন রচনায়। যদিও সেগুলোর পিছনে কোনও অকাট্য প্রমাণাদি নেই। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, তিনি আকস্মিক ভাবে ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার শিকার হোন। সেই সময় বহু নিরপরাধ মানুষ অপহৃত ও নিহত হয়েছিলেন। হরেন ঘোষও তেমনই সহিংসতার শিকার হয়েছিলেন। কোনও কোনও গবেষকের ধারণা, এটা দাঙ্গাজনিত হত্যা নাও হতে পারে। কারণ, তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ফেলে যাওয়াটা পরিকল্পিত খুনের সাক্ষ্য বহন করে বৈকি। কেউ কেউ এই জঘন্য হত্যালীলাকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দেশভাগের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মিশেল করে দিতে চেয়েছেন তাঁদের মতো করে রকমারি যুক্তিজাল বিস্তার করে।

ভারতের প্রথম ইম্প্রেসারিওর এমন বর্বরোচিত নিধন সম্পর্কে সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকা যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা এবং দ্য স্টেটসম্যানে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। সেরকম একটি খবরে উল্লেখ করা হয়েছিল, Haren Ghosh killed in riot, his dismembered body found in a suitcase in Rawdon Square.

আক্ষরিক অর্থেই হরেন ঘোষ ছিলেন এক আধুনিক চিন্তাশীল সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিত্ব। একইসঙ্গে রুচিশীল এবং অসাধারণ প্রগতিশীল শিল্প সংগঠকও ছিলেন। তিনি তাঁর আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য সর্বদা শিল্পী নির্বাচন করতেন প্রতিভার মানদণ্ডের ভিত্তিতে, চমকপ্রদ জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে একদম নয়। তাঁর মধ্যে সবসময় কাজ করতো গভীর আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম আস্থাবোধ। বিশ্বের দুয়ারে ভারতীয় শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠাগত তাঁর অগাধ নিষ্ঠা তাঁকে প্রকৃতই অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশজ প্রমোদ পরিবেশক হিসেবে প্রণম্য, আসলি কলা–উজিরের পরিচিতি দিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

পৌর নির্বাচন হবে অন্ধ্রপ্রদেশের ইভিএমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ও হাওড়া পৌরসংস্থার সঙ্গে রাজ্যের আরও ৬টি পৌরসভার(বালি, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম, ধূপগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং) নির্বাচন করার প্রস্তুতি দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্তা ২৫ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকাগুলি যে যে জেলায় অবস্থিত, সেখানকার জেলাশাসক ও সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মিউনিসিপ্যাল অফিসারদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে নির্বাচন করার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে জানিয়ে দিয়েছেন, আইনমাফিক আসন সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সমস্ত রকম শুনানির ৭ সপ্তাহ পরে নির্বাচন করা যেতে পারে। সেই সূত্রেই আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে আসন সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সমস্ত রকম শুনানি প্রক্রিয়া শেষ করতে নির্দেশ জারি করেছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে আগামী পৌর নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। এবং আগামী নভেম্বর মাসের ২৬–৩০ তারিখের মধ্যে পৌর নির্বাচন করে আগামী ২ ডিসেম্বর বুধবার পৌর নির্বাচনের গণনা প্রক্রিয়া শেষ করবে এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

এজন্য আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন আসা ইভিএমের কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি আছে কী না, তা খতিয়ে দেখতে ধাপে ধাপে পরীক্ষার কাজ শুরু হচ্ছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএমের বেশিরভাগ চলে এসেছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, জাতীয় নির্বাচন কমিশন মুম্বই ও অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম্ থেকে ৪০,৭৪৮টি ইভিএম কমিশনকে পাঠিয়েছে। যার মধ্যে ২১,১৮৪টি ব্যালট ইউনিট এবং ১৯,৫৬৪টি কন্ট্রোল ইউনিট। আগামী ৭ ডিসেম্বর সোমবারের মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার নতুন পৌরবোর্ড গঠন করা হবে।

হাওড়া পৌরসংস্থার ওয়ার্ডগুলির সংরক্ষণ খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত ১৬ সেপ্টেম্বর। ওই খসড়া তালিকায় দেখানো হয়েছে গতবারের ৫০টি ওয়ার্ডকে পুনর্বিন্যাস করে এবার ৬৮টি ওয়ার্ড করা হয়েছে। আর তার মধ্যে ২৩টি ওয়ার্ডকে এবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। হাওড়া জেলার জেলাশাসক তথা জেলা পৌর নির্বাচনী আধিকারিক আইএএস ড. দীপাপ প্রিয়ার দেওয়া ওই খসড়া তালিকা অনুযায়ী সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য যে ২২টি আসন সংরক্ষিত হয়েছে সেগুলি হল ১, ৪, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২২, ২৫, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৮, ৪১, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬২ ও ৬৫। আর কেবল ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডটি তফসিলি জাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। এবং ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডটি কেবল তফসিলি জাতিভুক্তদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। এই আসনে তফসিলি জাতিভুক্ত পুরুষ–মহিলা সে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাওড়া পৌরসংস্থায় শেষ পৌর নির্বাচন হয়েছিল ২০১৩ সালের নভেম্বরে।

স্কুলে জল পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের সব কটি সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের পানীয় জলের গুণগত মান যাচাই করতে হবে। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর(পিএইচই) বিদ্যালয়গুলিকে তাদের পানীয় জলের গুণমানের শংসাপত্র গুলি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পাঠানো একটি চিঠির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পিএইচইর মুখ্য ইঞ্জিনিয়ারের তরফে রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে অবিলম্বে বিদ্যালয়গুলির জল পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে এ কাজ শেষ করতে হবে।

পাসপোর্ট যাচাইয়ে এসসিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় পাসপোর্ট যাচাই বা ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব আর কোনও স্থানীয় থানার হাতে থাকবে না। ১ অক্টোবর থেকে কলকাতা পুলিশ এলাকার সমস্ত ধরনের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব থানার হাত থেকে নিয়ে কলকাতা পুলিশেরই 'সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন'কে (এসসিও) তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতার লালবাজার। কলকাতার নগরপাল (কমিশনার অব পুলিশ) অজয় নন্দা ২৫ সেপ্টেম্বর এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। এতে নতুন পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনের জন্য আর কোনও থানাকে সরাসরি দায়িত্ব দেওয়া হবেও না। এতোদিন নতুন পাসপোর্ট আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা, আসল সমস্ত ধরনের নথিপত্র যাচাই–সহ বিভিন্ন স্তরের অনুসন্ধানের কাজ স্থানীয় থানার বরিষ্ঠ আধিকারিকরা আবেদনকারীর বাড়িতে এসে করতো। এবার থেকে নতুন নির্দেশিকায় নথি যাচাইয়ের দায়িত্ব এসসিও–র আধিকারিকরাই করবে।

শিল্প–শিক্ষা সহযোগিতায় গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হল কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের ৮৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস। অনুষ্ঠানে সিএসআইআর–সিজিসিআরআই–এর অধিকর্তা অধ্যাপক বিক্রমজিৎ বসু গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং শিল্প–শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে সমাজের বাস্তব সমস্যার সমাধানে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরি, জল পরিশোধন, পরিবেশবান্ধব উপকরণ এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন। সিএসআইআর–সিজিসিআরআই–এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও শিল্প সহযোগিতার আগ্রহও তিনি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে আইআইটি ইন্দোর, আইআইটি মাদরাস এবং আইআইটি পাটনার সঙ্গেসিএসআইআর–সিজিসিআরআই–এর একাধিক মৌ স্বাক্ষরিত হয়, যা যৌথ গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মুখ্য অতিথি আইসিটি মুম্বাই এর উপাচার্য অধ্যাপক এ বি পন্ডিত ভারতের টেকসই উন্নয়নে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্প–শিক্ষা সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে সিএসআইআর–সিজিসিআরআই–এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং ২৫ বছর পূর্ণ করা কর্মীদের সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি সিএসআইআর কর্মীদের সন্তানদের বিভিন্ন কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ভাষা ভবনে আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস

বরুণ মণ্ডল : আমাদের সমাজে আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবসটি একটি ভীষণ সম্মানের ও অহংকারের একটি দিবস। আমাদের যাঁরা শিকড়, যাঁরা আমাদের বট গাছের মতো ছায়া দেয়, হাওয়া দেয়, দেন আশ্রয়। তাঁরা আমাদের প্রবীণ আজ ১ অক্টোবর তাঁদের জন্য একটি বিশেষ দিবস। আমাদের যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, যাঁরা আমাদের প্রবীণ নাগরিক অনেক সময় তাঁদের মনে জোর, তাঁদের অনুভূতি তাঁদের যে কর্মক্ষমতা তার কাছে আমরা হার মেনে যাই এবং সেটা খুবই সামান্য কারণে। তাঁরা তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, তাঁদের প্রতিদিনকার দিনযাপনের শিক্ষা দিয়ে যান। আর প্রবীণ মানে কেবল মাত্র আমাদের বাবা আর মা কেবল নন। সমাজের সমস্ত প্রবীণরা আমাদের কাছে ভীষণরকম সম্মানের। এই ১ অক্টোবর দিনটির বিষয়ে ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ প্রতি বছরের ১ অক্টোবর দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক' দিবস পালন করার বিষয়ে বলা হয়েছে। এবছর অর্থাৎ ২০২৬ –এ সারা পৃথিবী জুড়ে এই দিনটির বিষয়ে এক বিশেষ ভাবনা সকলের সামনে যে থিম তুলে ধরছে তাহল 'দ্যা এজ অব লংজিবিটি'। মানে আমরা যে দীর্ঘদিন বাঁচবো এবং আনন্দের সঙ্গে বাঁচবো এটাই স্বাভাবিক। আমরা আবার নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করবো আরও আনন্দদায়ক জীবনযাপন করার। অনেক কিছু ভুলতে শুরু করি। কেউ একজন পাশে থাকলে বা কারও সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে, হয়তো সেই জায়গাগুলোকে আমরা খুব দ্রুত পেরিয়ে যেতে পারি। আনন্দ করে জীবনযাপন করতে পারি। সন্তানরা নানান কারণে আমাদের থেকে বহু দূরে থাকতে বাধ্য হন। এই সময়ে আমরা কী করে ভালো থাকবো। ভালো আমাদের থাকতেই হবে। এই সময়টায় একজন আরেক জনের পাশে থাকতে হবে। এই সময়ে ছোটও ছোটও বন্ধুত্বের দল আমাদের তৈরি করতে পারেন। সমমনস্ক ও সমবয়স্ক হতে পারে। ঘুরতে যেতে পারেন। বাড়িতে বসে আড্ডা দিতে পারেন। গল্প পাঠ করতে পারেন। কীভাবে আরো ভালো থাকা যায়, আরও আনন্দে থাকা যায়। আজ এই দিনটিতে অনেকেই সেকথাটা আপনাদের বলবেন।

আজকের এই কলকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের সন্নিকটস্থ ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভাষা ভবনে এই বিশেষ দিনটিতে রয়েছেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কলকাতা জোনাল ডিপোজিট সেন্টারের বিজনেস প্রধান সৌমিক ভট্টাচার্য। ডায়মণ্ডহারবার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটালের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিটি মেডিসিন) পাবলিক হেল্‌থ স্পেশালিস্ট ডা. অদ্বিতীয়া দাস। প্রবীণ অর্থাৎ বরিষ্ঠদের ভালো থাকার জন্য এনাদের দু'জনকে আজ ভীষণ রকম দরকার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মালতী রাভা রায় (কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ কেন্দ্রের বিধায়িকা), ডিরেক্টর অব চাইল্ড রাইটস্ অ্যান্ড ট্রাফিকং অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট চাইল্ড প্রোটেকশন সোসাইটি'র মেম্বার সেক্রেটারি আইএএস মিসেস সানা আক্তার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এডিএম (ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন) আইএএস মিস তামিল ওভিয়া ইজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন সোমা দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের টেকনিক্যাল কনস্যালটেন্ট রাহুল চক্রবর্তী ও অল বেঙ্গল ওমেন্স ইউনিয়নের আবাসিক পৃথা গুপ্তা।

মালতি রাভা রায় জানান, আজ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণমূলক নীতির কারণে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকারের দৃষ্টিতে এই বর্ধিত আয়ু কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি আমাদের সমাজের জন্য একটি বিরাট আশীর্বাদ। একটি সমাজের প্রকৃত পরিচয় শুধু তার অর্থনৈতিক উন্নতি বা পরিকাঠামো দিয়ে হয় না, সেই সমাজ তার প্রবীণ নাগরিকদের কতটা সম্মানের সঙ্গে নিরাপত্তা ও ভালোবাসা দিতে পারে, তার মধ্যে সমাজের মানবিকতার প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে। তাদের অভিজ্ঞতা–জ্ঞান–মূল্যবোধ এবং জীবন সংগ্রাম আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। কেন্দ্রীয় সরকারের 'অটল বাও অভ্যুদয় যোজনা'। 'প্রধানমন্ত্রী বয় বন্দনা যোজনা'। এই যোজনার অধীনে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নিবেদিত আশ্রয় প্রকল্প এবং রাষ্ট্রীয় 'বয়োশ্রী যোজনা'র মতো উদ্যোগ চালু রয়েছে। একই সঙ্গে প্রবীণদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান ফর সিনিয়র সিটিজেনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সেবা প্রদানের কাজ জারি রয়েছে। এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় ২৬টি প্রবীণ নাগরিকদের বাসস্থান পরিচালিত হচ্ছে। ওল্ড এজ হোম (সিনিয়র সিটিজেন হোম) এখানে ১০০০ প্রবীণ–প্রবীণার সুরক্ষিত ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে বাস করছে।

'সুস্থ শরীর এবং সুস্থ মন'– এই উক্তিকে সামনে রেখে ডা অদ্বিতীয়া দাস বলেন, প্রতিটি প্রজন্ম তার পূর্বের প্রজন্মের কাঁধের ওপর পা দিয়ে উঠে আসে। জারিয়াট্রিক কেয়ার নিয়ে কী করতে হবে জানান। তিনি এলডারলি হেল্পলাইনস্ অ্যাণ্ড প্রোটেকশনে এলডারলাইন হিসাবে ১৪৫৬৭ এই নম্বর স্মরণ রাখতে বলেন এবং সৌমিক ভট্টাচার্য প্রবীণ–প্রবীণা এবং শিশুদের জানান, স্মার্ট মোবাইলের লোকেশন বটমটি অফ করে রাখাটাই ভালো। তিনি ফিনান্সিয়াল অ্যাণ্ড ডিজিটাল লিটারেসি অ্যাণ্ড অনলাইন ফিনান্সিয়াল ফ্রডস্ অ্যান্ড স্ক্যামস্ (সাইবার ক্রাইম্) নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

এদিনের প্রবীণ নাগরিক দিবসে রাজ্যের বিভিন্ন সিনিয়র সিটিজেন হোমের প্রবীণ–প্রবীণা ও 'চাইল্ড কেয়ার ইন্সটিটিউট'–এর ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী প্রণবানন্দ মাতৃ সম্মেলনে নারী ক্ষমতায়নে গুরুত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : নারী জাগরণ, পারিবারিক মূল্যবোধ, আত্মনির্ভরতা এবং নৈতিক সমাজ গঠনের বার্তা নিয়ে আয়োজিত হল স্বামী প্রণবানন্দ মাতৃ সম্মেলন। ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে বালিগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী রাজা শ্রীনাথ সভাগৃহে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে।

যুগাবতার শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আদর্শ ও তাঁর প্রদর্শিত পথকে সামনে রেখে আয়োজিত এই সম্মেলনে নারী সমাজের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী অন্বেষানন্দজি মহারাজ, সন্ন্যাসিনী মা তেজময়ী, সন্ন্যাসিনী মা আত্মস্থানন্দময়ী এবং সন্ন্যাসিনী মা বেদপ্রাণা।

চিকিৎসক রনিতা রায় এবং সুলতা মণ্ডল নারী জাগরণের উপর আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলনে আদর্শ মাতৃত্বের মাধ্যমে সমাজ গঠন, পারিবারিক বন্ধনে আধ্যাত্মিক চেতনার ভূমিকা, সমকালীন সমাজে নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকারের জাগরণ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, মানসিক শান্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধে মায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়।

স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ বলেন, "নারীশক্তির জাগরণ শুধু নারীর ব্যক্তিগত উন্নতির বিষয় নয়, এর সঙ্গে পরিবার, সমাজ এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎও জড়িয়ে রয়েছে। মূল্যবোধ, আত্মনির্ভরতা ও নৈতিক চেতনার মাধ্যমে মায়েরাই সমাজকে সুস্থ পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।"

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, পরিবার ও সমাজে নারীর ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি তাঁদের আত্মনির্ভরতা, শিক্ষা ও মানসিক সুস্থতার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের আদর্শ অনুসরণ করে নারী সমাজকে আত্মশক্তিতে জাগ্রত করার আহ্বানও উঠে আসে অনুষ্ঠানে।

বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ দুর্গা পূজা সমন্বয় সমিতি

সমন্বয় : পশ্চিমবঙ্গের ৭৭৮ টি পূজো নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটল দুর্গা পূজা সমন্বয়ে সমিতির। কলকাতা থেকে প্রত্যন্ত জেলার ঐতিহ্যবাহী পুজো কমিটি গুলি এর আওতায় এসেছে। চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন কার্তিক মহারাজ এবং সভাপতি রুদ্রনীল ঘোষ, উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন প্রীতম সরকার। উদ্যোক্তারা জানান মায়ের কাছে কোন পুজোকে ভি আই পি বা নন ভি আই পি হিসেবে ভাগ করার পক্ষপাতী নন তারা। **ছবি : নিজস্ব**

এক মনে : আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, যেখানে সব বাচ্চাদের হাতে মুঠো ফোন, নাম করা স্কুলে আবার কেউ কাউকে মারছে ছুরি, তেমনি অন্যদিকে দলগত ভাবে চলছে শরীর ও মন সুস্থ রেখে আত্মরক্ষার অনুশীলন। জেন জি র দল আগামী দিনে কোন দিকে ঝুঁকবে, সেটাই দেখার। **ছবি : নিজস্ব**

ওয়ারিয়র্স অফ লাইফ: ক্যানসার জয়ীদের সাহস ও ইমিউনোথেরাপির ক্রমবিকাশ উদযাপন করল মণিপাল হাসপাতাল ইএম। **ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র**

স্বচ্ছ অভিযান : আয়কর দপ্তরের পক্ষ থেকে কলকাতায় আয় কর আবাসনে স্বচ্ছতাই সেবা অনুষ্ঠানে সামিল হলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়, আয়কর দপ্তরের মুখ্য আধিকারিক সুরভী ভার্মা গর্গ সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। **ছবি : নিজস্ব**

রক্তদান : শিয়ালদহ জিআরপির উদ্যোগে ৩০ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ জিআরপি থানা লাগোয়া স্টেশন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদহ জিআরপি ডিভিশনের এসআরপি দেবাশীষ নন্দী। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ডেপুটি পুলিশ সুপার জিআরপি হেড কোয়াটার, বরিষ্ঠ স্টেশন প্রবন্ধক, শিয়ালদহ জিআরপির আইসি বিধান চন্দ্র মণ্ডল সহ আর পি এফ এর বিভিন্ন আধিকারিক এবং বিভিন্ন পুলিশকর্মীবৃন্দ। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মোট ৮০ জন। রক্ত সংগ্রহের সাহায্য করেছে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংক। **ছবি : নিজস্ব**

দুগ্গা দুগ্গা

ঝাড়গ্রামের জাগ্রত চিল্কিগড়ের কনক দুর্গা মন্দির

মলয় সুর : খরস্রোতা পাহাড়ি ডুলুং নদী। দিনের বেলাতেও চারিদিকে গা ছমছম করা ঘন জঙ্গল আর বাঁদরের উৎপাত। তারই মাঝ অবস্থিত দেবী কনক দুর্গার মন্দির। প্রায় ৬০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য। তাকে ঘিরে কতই না কিংবদন্তী ইতিহাস। কথিত আছে, অষ্টমীর রাতে কনক মা কারও হাতে সেবা নেন না, মন্দিরের রান্নাঘরে নিজেই ভোগ রাঁধেন। কাহিনীতে যে ভোগ কে বলা হয়েছে 'বিরাম ভোগ'। ঝাড়গ্রামের চিল্কিগড়ে তৎকালীন সামন্ত রাজা গোপীনাথ সিংহের রাজত্বকাল। একদিন রাতে দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান কাঁকন দিয়ে বিগ্রহ বানিয়ে পুজো করতে হবে, সেই মতো রানির হাতের সোনার কাঁকন গলিয়ে দেবী দুর্গার প্রথম স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত মূর্তি নির্মাণ করে জঙ্গলঘেরা ওই জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন গোপীনাথ। সেই কারণেই চিল্কিগড়ের উমা কনক দুর্গা নামে খ্যাত। মন্দির চাতালেই দেবী দুর্গার রান্নাঘর। এখানে অশ্বারোহিনী চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দুর্গা।

১৯৬০ সালের দিকে আসল সোনার মূর্তিটি চুরি হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে এখানে একটি অষ্টধাতুর মূর্তি পুজো করা হয়। 'কনক' শব্দের অর্থ সোনা আর সেই থেকেই দেবীর নাম হয় 'কনক দুর্গা'। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত গৌতম সারেঙ্গী বলেন, তাঁরা সাত পুরুষের বংশধর রয়েছেন। আদি বাসস্থান ওড়িশাতে। অষ্টমীর রাতে শুচিবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণ বলির মাংস নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকেন।

প্রথা মেনে একটি নতুন হাঁড়িতে রাখবেন মাংস। তাতে মেশানো হবে নানাবিধ মশলা। তারপরে উনুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তিনটি কাঠের টুকরো দিয়ে। হাঁড়ির মুখ মুড়ে দেওয়া হয় জংলী শালপাতা দিয়ে। দেবীর রান্নার জন্য রাখা হয় খুন্তি। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। জঙ্গল পথ দিয়ে তিনি চলে আসেন চিল্কিগড় রাজবাড়ির বর্তমান কোন বংশধরের কাছে। রান্নাঘরের চাবি তুলে দেন তাঁর হাতে। নবমীর সকাল চাবি নিয়ে এসে খোলা হয় রান্নাঘরের দরজা। দেবীর সেই রন্ধনকৃত ভোগ উৎসর্গ করেন পুরোহিত। চিল্কিগড়ের রাজবাড়ির সঙ্গে কনকদুর্গা মন্দিরের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। পুজোর সূচনা হয় ষষ্ঠীতে। ওইদিন রাজবাড়ি থেকে পরিবারের সদস্যরা সকালে শোভাযাত্রা সহকারে প্রাচীন খড়গ ও ঘট নিয়ে মন্দিরে যান। খড়গটিকে রাজদণ্ডের প্রতীক হিসাবে মানা হয়। অষ্টমীর রাতে দেবী মন্দিরে আসেন। রান্নাঘরে নিজের হাতে ভোগ রান্না করেন।

মন্দিরের পুরোহিত গৌতম সারেঙ্গি বলেন, পুজোয় দেবীকে নানা আমিষ ভোগ উৎসর্গ করা হয়। ভোগে হাঁসের ডিম ও নদীর মাছ থাকে। দশমীতে পান্তাভাত, শাকভাজা, ও মাছপোড়া বলি দেওয়ার প্রথা আছে। এই কনকদুর্গাকে ঘিরে নানা লোকশ্রুতি ছড়িয়ে রয়েছে। পুজোর প্রথা ও আচার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি মিলেমিশে রয়েছে। **ছবি : অরুণ লোধ**

সনাতনী আবহে পৈতা দুর্গা বাহিনীর পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত গজাপোয়ালি অঞ্চলে পৈতা দুর্গাবাহিনী এ বছর প্রথম বর্ষের দুর্গা পূজার আয়োজন করতে চলেছে। পূজা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আলোক লতা মণ্ডল এবং ব্রততী মণ্ডল জানালেন, রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পরে সর্বত্র এখন একটা হিন্দু সনাতনী আবহ তৈরি হয়েছে। এই সনাতনী পরিমণ্ডলে মহিলা শক্তির জাগরণ এবং বিকাশের জন্য আমরা দুর্গা বাহিনী গঠন করেছি। এবছর তাই আমরা প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে চলেছি। যে আয়োজনের মধ্যে সাবেকিয়ানা ঐতিহ্য এবং হিন্দু সনাতনীদের যে আধ্যাত্মিক চেতনা বোধ তাকে সুন্দরভাবে রূপদান করা হবে। আমাদের একচালার সাবেকিয়ানা প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী রাজকুমার মাইতি। মণ্ডপসজ্জায় আছে মা কালী ডেকোরেটার্স। আরো জানা যাচ্ছে পুজো কমিটির কাছ থেকে, সপ্তমীর দিন কলা বউকে যখন স্নান করানো হবে তখন এক বর্ণময় শোভাযাত্রা হবে ৭০–৮০ জন দুর্গাবাহিনী লাল পাড় শাড়ি পড়ে গলায় দুর্গা বাহিনীর আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিদিনই থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য, গীত এবং মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, পঞ্চমীর দিন দুর্গা বাহিনী বৃক্ষরোপণ করবে। সেইসঙ্গে অষ্টমীতে পরমান্ন, নবমীতে খিচুড়ি ভোগ এবং দশমীতে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হবে। পৈতা দুর্গা বাহিনীর দুর্গা পূজা কমিটির সভাপতি লিলি মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ টিংকু মণ্ডল ও ঝুমা মণ্ডল এবং যুগ্ম সম্পাদক আলোক লতা মণ্ডল ও ব্রততী মণ্ডল সকলকে তাদের দুর্গাপুজোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

চন্দননগর পুস্তকাগারে সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একসময় রাজ্যের লাইব্রেরিগুলি রমরমা চলত। প্রচুর বইয়ের পাঠক ভিড় করত, তাঁদের পছন্দের লেখকের বই নেওয়ার জন্য। কিন্তু আজ লাইব্রেরিগুলি মৃত প্রায়। কিন্তু এখনও চন্দননগর পুস্তকাগার স্বমহিমায় চলছে। সদস্য সংখ্যা ৫৫০ জন রয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর চন্দননগর পুস্তকাগার আয়োজিত প্রতি বছরের মতো এবার সারা বাংলা 'অনিমা দাস স্মৃতি' সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১১তম বর্ষে চন্দননগর 'নৃত্যগোপাল স্মৃতি' মন্দির ভবনে বিভিন্ন গ্রুপে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, চিঠি লেখা, ক্যুইজ, যেমন খুশি তেমন সাজো, নিউজ রিডিং প্রভৃতি হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর আবৃত্তি, বক্তৃতা, গল্প প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রন্থাগারিক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ঐতিহাসিক লাইব্রেরি (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে)১৫৩ বছরের পুরানো। একটি ইতিহাস রয়েছে। চন্দননগরের দানবীর হরিহর শেঠ এর প্রতিষ্ঠাতা। এখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদার্পণ করেন। এছাড়া অনেক মনীষীদের পায়ের স্পর্শ রয়েছে।

আগমনীর বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, আসন্ন শারদোৎসবের প্রাকলগ্নে, লীলা রায় সভাঘরে অনুষ্ঠিত হলো তোপসিয়া আগমনী রাকনটার এন্ড আর্ট সোসাইটি আয়োজিত আগমনীর শারদোৎসব। বইপ্রকাশ, আবৃত্তি, গান, নাচ, নৃত্যনাট্য সহ নানাবিধ উপস্থাপনা তুলে ধরেছে আগমনীর বিভিন্ন বয়সের শিল্পী ও কলাকুশলীরা। বিশেষ আকর্ষণ ছিল সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেবী ও পথের পাঁচালি নির্ভর একটি নাটক "দেবী ও দুগ্গা" এবং সূর্য–সংজ্ঞা ও কৃষ্ণ–রুক্মিণীর চিরন্তন কাহিনী অবলম্বনে দেবীর আবাহনী এক নৃত্যনাট্য 'আলো আঁধারির গান'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক ড.জয়ন্ত চৌধুরী, গবেষক সুরজ কুমার দাস, আবৃত্তি প্রশিক্ষক শুভেন্দু বন্দোপাধ্যায়, সঙ্গীতশিল্পী সুজাতা বন্দোপাধ্যায়, নৃত্যপ্রশিক্ষক রুমকি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ সেপ্টেম্বর শেষ হল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙ্গার প্রথম পর্বের 'স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ'। বর্তমান সময়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি, এই বিষয়ের উপর গোবরডাঙ্গার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা স্কুলে স্কুলে আয়োজন করছে এই নাট্যকর্মশালা। বিষয় ছিল মোবাইল ব্যবহারের কু প্রভাব ও তার প্রতিকার প্রথম পর্বে ঠাকুরনগর রামচন্দ্রপুর পল্লীমঙ্গল বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ে এই নাট্যকর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন ছাত্র–ছাত্রীদের মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে সরিয়ে খেলাধুলা ও বইমুখী করতে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার এই কর্মশালার বিষয় বেছে নিয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর এই নাট্যকর্মশালা শুরু হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুণ্য জন্মদিনে, এই বিষয়ের উপর ছাত্রছাত্রীরা নাটক পরিবেশন করেছে, মোবাইল যুগ ২০২৬ ও মোবাইল হীন যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক ছাত্র–ছাত্রীর হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়।

প্রেসক্লাবের কর্মশালায় গুরুত্ব পেল তথ্য যাচাই ও দায়বদ্ধতা

কল্যাণ রায় চৌধুরী : সংবাদমাধ্যমের দুনিয়ায় প্রযুক্তির দাপটে খবর পৌঁছচ্ছে মুহূর্তে। কিন্তু খবরের গতির চেয়েও যে তার সত্যতা ও নির্ভুলতা গুরুত্বপূর্ণ, সেই বার্তাই উঠে এল বারাসাত প্রেসক্লাবের দু'দিনের সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায়। 'গণতন্ত্রের পাহারা–জনগণের অধিকার' ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মশিবিরে সংবাদ সংগ্রহ থেকে তথ্য যাচাই, সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ণয় থেকে প্রতিবেদন নির্মাণ–সাংবাদিকতার নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

শনিবার বারাসাত জেলা পরিষদ ভবনের নীলদর্পণ সভাকক্ষে শুরু হয় কর্মশালা। রবিবার হয় সমাপ্তি। 'শিখুন, জানুন, এগিয়ে চলুন'–এই বার্তাকে সামনে রেখে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব পায় মুদ্রিত ও ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের পরিবর্তিত পরিসর। সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া যাচাইহীন তথ্য কীভাবে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে, তা নিয়েও প্রশিক্ষকেরা সতর্ক করেন।

প্রথম দিনের আলোচনায় ছিলেন নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দীপ দাশগুপ্ত ও অর্ক চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় দিনে প্রশিক্ষণ দেন ডক্টর ইমানুল হক, সুব্রত বসু, অমিতাভ সিরাজ ও অর্ক চক্রবর্তী–সহ বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে সংবাদ পরিবেশনে তথ্যনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা, পেশাগত দক্ষতা এবং পাঠকের আস্থা ধরে রাখার বিষয়গুলি।

প্রেসক্লাবের সভাপতি ধৃতরাষ্ট্র দত্ত বলেন, 'সাংবাদিকতা শুধু খবর পরিবেশনের পেশা নয়, মানুষের কাছে সত্য ও সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার সামাজিক দায়িত্ব। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সাংবাদিকদের জ্ঞান ও দক্ষতাকেও নিয়মিত সমৃদ্ধ করতে হবে।'

সম্পাদক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য ও কো–অর্ডিনেটর অনন্ত চক্রবর্তী জানান, 'মুদ্রিত ও ডিজিটাল–দুই মাধ্যমেই তথ্যনির্ভর ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার গুরুত্ব সমান। সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা আরও শাণিত করতেই এই উদ্যোগ।'

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কর্মবীর মধুসূদন চক্রবর্তী, আধিকারিক প্রসেনজিৎ মণ্ডল, বিধায়ক শংকর চট্টোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব প্রণব সরকার–সহ বিশিষ্টজনেরা। সহ–সভাপতি মাবজুল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ নীতি বিকাশ ঘোষ, অন্যতম সদস্য সুজিত চক্রবর্তী, তরুণ বিশ্বাস ও অভিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, প্রযুক্তি বদলালেও সাংবাদিকতার মূল ভিত বদলানোর নয়। সত্য অনুসন্ধান, তথ্য যাচাই, নিরপেক্ষতা এবং জনস্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতাই সংবাদকর্মের প্রধান ভিত্তি। সেই ভিত্তিকে আরও শক্ত করতেই এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা। সমগ্র কর্মসূচিতে সহযোগিতা করেছে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ইজেডসিসি এবং টাটা গোষ্ঠীর তানিস্ক।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের জাদুকে দেশের সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেশের চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সম্মান। ১৯৫৪ সালে এই পুরস্কার চালু হয়। প্রতি বছর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্রে সৃজনশীল ও কারিগরি উৎকর্ষকে এই পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্রের তিনটি ক্ষেত্রে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এগুলি হল পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, অ–পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখালেখি।

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ২০২৪ সালে নির্মিত ভারতীয় চলচ্চিত্রের সাফল্যকে সম্মান জানানো হয়েছে। তিনটি জুরি বোর্ডের চেয়ারপার্সনরা এ বছর ১৮ জুলাই বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন। এ বছর ২২ সেপ্টেম্বর গুজরাটের একতা নগরে, আগে যা কেভাড়িয়া নামে পরিচিত ছিল, ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রদান করবেন।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলচ্চিত্র নির্মাণের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে এই পুরস্কার তুলে ধরে। বড় বাণিজ্যিক প্রযোজনা থেকে ছোট স্বাধীন চলচ্চিত্র, সকলকেই একই জাতীয় মঞ্চে নিয়ে আসে এই পুরস্কার। এই বৈচিত্র্যই চলচ্চিত্র নির্মাতা ও দর্শকদের কাছে পুরস্কারের মর্যাদা আরও বাড়িয়েছে।

পুরস্কারের বছরের মধ্যে সিবিএফসি–এর কাছ থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া চলচ্চিত্রগুলি পুরস্কারের জন্য যোগ্য। চলচ্চিত্রে ইংরেজি সাবটাইটেল থাকতে হবে। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য ৭২ মিনিটের বেশি হতে হবে। আগে জমা দেওয়া ডাব করা, পুনর্নির্মিত বা পুনঃসম্পাদিত সংস্করণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেশের প্রতিটি প্রান্তে নির্মিত চলচ্চিত্রকে বিবেচনার আওতায় আনে। ৭২তম পর্বে মারাঠি, সাঁওতালি, তামিল, মালয়ালম, তেলুগু ও কন্নড় ভাষার চলচ্চিত্র পুরস্কৃত হয়েছে। টুলু ও গাড়োয়ালি–সহ আরও বেশ কয়েকটি ভাষার চলচ্চিত্রও স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথমবার অ–পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে একটি সাঁওতালি চলচ্চিত্র পুরস্কৃত হয়েছে।

রবি রাজ মুর্মু পরিচালিত 'অ্যাঙ্গেন' সেরা নবাগত পরিচালকের চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। এই ধরনের প্রথম স্বীকৃতি ভারতীয় চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্যময় মানচিত্রকে আরও বিস্তৃত করেছে।

পর্বে 'আর্টিকেল ৩৭০' সেরা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। একই চলচ্চিত্রের জন্য ইয়ামি গৌতম সেরা প্রধান অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন। 'ব্রহ্মযুগম' এবং 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন' চলচ্চিত্রের জন্য যথাক্রমে মাম্মুট্টি ও কার্তিক আরিয়ান যৌথভাবে সেরা প্রধান অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন।

তামিল চলচ্চিত্র 'অমরণ'–এর জন্য রাজকুমার পেরিয়াসামি সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন। 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' সেরা জনপ্রিয় বিনোদনমূলক চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। 'স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর'–এর জন্য রণদীপ হুডা সেরা নবাগত পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন। 'ভাঙ্গার' সেরা অ–পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং 'রাম–নামী' সেরা তথ্যচিত্রের পুরস্কার পেয়েছে।

সেরা প্রধান অভিনেত্রী 'আর্টিকেল ৩৭০'–র (হিন্দি), ইয়ামি গৌতম, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা 'ভকসক'–র (হিন্দি) সঞ্জয় মিশ্র, সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী 'মহারাজা'–র (তামিল); 'মিথ্যা'–র (কন্নড়) সচানা নামিদাস ও রূপশ্রী ভার্কাডি (যৌথভাবে)। সেরা নবাগত পরিচাল করণদীপ হুডাচলচ্চিত্র সতন্ত্র ভির সাভারকর–এর (হিন্দি) জন্য। সেরা জনপ্রিয় বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' (তেলুগু) জাতীয়, সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ তুলে ধরা সেরা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ক্যাপটেন মিলার' (তামিল) পরিচালক : অরুণ মাথেশ্বরন, সেরা শিশুদের চলচ্চিত্র '৩৫–চিন্না কথা কাড়ু' (তেলুগু) পরিচালক : নন্দা কিশোর এমানি, সেরা সঙ্গীত পরিচালনা 'আর্টিকেল ৩৭০'–র (হিন্দি) শাশ্বত সচদেব (গান) 'আমরন'–র (তামিল) জি. ভি. প্রকাশ কুমার (আবহসঙ্গীত), সেরা অ–পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ভানগার (মারাঠি ও ইংরেজি)

প্রযোজক ও পরিচালক : সুমিরা রায়, সেরা নবাগত পরিচালক (অ–পূর্ণদৈর্ঘ্য) এ্যানগার (সাঁওতালি) পরিচালক : রবি রাজ মুর্মু, সেরা তথ্যচিত্র রাম নামি (হিন্দি) পরিচালক : ভারতবালা গণপতি, সেরা পরিচালনা (অ–পূর্ণদৈর্ঘ্য) 'স্টাচু অফ উনিটি–একতা কা প্রতিক' (হিন্দি) আনন্দ এল. রাই, সেরা চলচ্চিত্র বিষয়ক বই 'নানিরুভুড নিমাগাগি' (কন্নড়) লেখক: কেনচানুরু প্রদীপ কুমার শেট্টি; প্রকাশক : মিরর পুসতকা, সেরা চলচ্চিত্র সমালোচক হিন্দি সঞ্জীব শ্রীবাস্তব।

ভারতের অন্যতম শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম এবং সবচেয়ে অভিব্যক্তিপূর্ণ শিল্পগুলির একটি হল চলচ্চিত্র। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক চলচ্চিত্রকে সৃজনশীলতা, সংস্কৃতি ও উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরেছে। শিল্পীসত্তার প্রকাশের পাশাপাশি চলচ্চিত্র একটি বড় সৃজনশীল অর্থনীতিকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্র বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম। এই ক্ষেত্রের সঙ্গে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ ডিজিটাল ক্রিয়েটর যুক্ত রয়েছেন। অ্যানিমেশন ও ভিএফএক্স পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারতের খরচের সুবিধাও ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ। ভারতীয় চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে দেশের সাংস্কৃতিক প্রভাবও তুলে ধরছে। বিভিন্ন ভাষা ও অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির পাশাপাশি, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করছে।

বর্তমানে আগের তুলনায় আরও বেশি ভাষা ও বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেশের চলচ্চিত্রের গুণমান ও উৎকর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসাবে রয়েছে। শুধু বাণিজ্যিক সাফল্য নয়, চলচ্চিত্র নির্মাণের দক্ষতা, সাহস এবং সৃজনশীল ভাবনারও

THE MAN WHO REFUSED TO SURRENDER
SAJID NADIADWALA AND KABIR KHAN PRESENT
CHANDU CHAMPION
A KABIR KHAN FILM
14TH JUNE 2024
ZEE CINEMA
amazon prime

স্বীকৃতি দেয় এই পুরস্কার।

একতা নগরে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজনের ফলে, রাজধানীর বাইরের দর্শকদের কাছেও এই সম্মান আরও কাছে পৌঁছাবে। আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও শহরে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। বড় স্টুডিও থেকে দূরে গড়ে ওঠা চলচ্চিত্র সংস্কৃতিও এবার জাতীয় মঞ্চে আরও বেশি জায়গা পাবে।

৭২তম পর্বেই এই উদ্যোগের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমবার একটি সাঁওতালি চলচ্চিত্র জাতীয় পুরস্কারের তালিকায় স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে কন্নড় চলচ্চিত্রের এক বর্ষীয়ান শিল্পী ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন। এভাবেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ভারতীয় চলচ্চিত্রের শিল্পসত্তা ও দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে একসঙ্গে তুলে ধরে চলেছে।

গ্রন্থাগারে বই প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৭ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শতাব্দী প্রাচীন আমতা পাবলিক লাইব্রেরীকে প্রতিযোগিতামূলক বিশাধীক মূল্যবান নানা বই প্রদান করেন হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা। তিনি বলেন, কোন শিক্ষার্থীর বই এর অভাবে যেন পড়াশোনা বন্ধ না হয়ে যায়। এই উপলক্ষে সাইবার ক্রাইম সচেতনতা ও নেশা মুক্ত ভারত শীর্ষক আলোচনায় ছাত্র ছাত্রীদের নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সুচারুভাবে বুঝিয়ে দেন তিনি। অমিত ভার্মাকে সম্মাননা জানিয়ে গ্রন্থাগারিক সাবিনা খাতুন তুলে দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুদৃশ্য এক প্রতিকৃতি। সেইসাথে নিজেদের লেখা কাব্যগ্রন্থ এসপিকে তুলে দেন শিক্ষক উজ্জ্বল মাজী, শিক্ষিকা স্মিতা রং দাস ও নৃত্যশিল্পী দেবাশ্রিতা দাস।

বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবশঙ্কর বেজ ও আমতা রামসদয় কলেজের অধ্যাপক অমিত ঘোষ। আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক ও সদস্য সদ্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে চাকরি পাওয়া দীপঙ্কর মণ্ডলকে সম্মাননা জানান এসডিপিও আমতা নিরুপম ঘোষ, সিআই আমতা দীপোজ্জল ভৌমিক ও আমতা থানার ওসি সুরজিত সরকার।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্তি খোড়প গ্রামের ছাত্রী তৃষা মান্নাকে সম্মাননা জানান সমাজসেবক চিত্তরঞ্জন মান্না ও গৌতম দোলুই। রাষ্ট্রবন্দনা বন্দেমাতরম সংগীতের পুরো স্তবক পরিবেশন করে তাক লাগিয়ে দেন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী মৌতুলী রীত। অতিথিদের চন্দনের ফোঁটা, ফুলের সুদৃশ্য স্তবক, উত্তরীয় ও কলম দিয়ে বরণ করে নেন–শান্তনু পোড়েল, চন্দ্রিমা চক্রবর্তী, পায়েল চক্রবর্তী, মনীষা দীর্ঘাঙ্গী, দেবশ্রী রক্ষিত ও অঞ্জনা দে। গ্রন্থাগারের পক্ষে সংস্কৃতিপ্রেমী শ্যাম গোপাল রীত উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিনোদনের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবাসরীয় সকালে কলকাতা থেকে সুদূর ঝাড়গ্রামে এই শহরের বাইরে চারিদিকে শাল, সেগুন, মহুয়া ও বিস্তীর্ণ সবুজ জঙ্গল মহলের মধ্যে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে পাখির কলতানে মুখরিত গ্রীনভিউ রিসোর্টের হলঘরে 'বিনোদন' সাহিত্য পত্রিকার 'শারদ সংখ্যা ১৪৩৩' প্রকাশিত হল। সুশান্ত ঘোষের সম্পাদনায় ১৯২ পাতার বইটিতে ৫১০ জন কবি ও সাহিত্যিকের লেখা রয়েছে। 'শারদ অর্ঘ্য' বইটিতে ৪০০ টাকা দামধার্য করা হয়েছে। এবার বইটি অষ্টম বর্ষে পড়ল।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাঙালী কবি সাহিত্যিকরা ভাইজাক, মুম্বাই, পুনে, আসাম, ত্রিপুরা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি জায়গা থেকে আসেন। এরপর সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' সংগীত পরিবেশিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন ছোট্ট শিশু কবিরা। পত্রিকার সম্পাদক সুশান্ত জানালেন, আগামীদিনে ছোটদের লেখালেখির প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মাবে। এখন তারা হাত পাকাচ্ছেন, হয়তো ভবিষ্যতে তাঁরাই একদিন নাম করা কবি হবে, কে বলতে পারে? পাশাপাশি শনিবার সন্ধ্যায় একই মঞ্চে ঝুমুর নৃত্য ও গান, কবিতাপাঠ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাদল নৃত্য পরিবেশিত হয়। এদিন ৩৫০ জন নবীন ও প্রবীণ কবি সাহিত্যিক হাজির ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক তাপস সাহা, পুরুলিয়ার আদ্রার কবি মদন চক্রবর্ত্তী, পরমাহংস জ্ঞানানন্দ মহারাজ (বেলপাহাড়ী), রবি দত্ত (মুম্বাই), ভারতী ভট্টাচার্য্য, শিল্পকলা শিল্পী সঞ্জীব মিত্র প্রমুখরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনা করেন আনন্দ মণ্ডল (আনন্দ প্রকাশনী)।

ছবি– অরুণ লোধ

নোদাখালি নতুন রাস্তা রানিয়া রোডে অবস্থিত / আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা মান্যতা প্রাপ্ত
অমলা নার্সিংহোম
নিবেদিত
আলিপুর বার্তা
শারদ সম্মান–২০২৬
আলিপুর সদর মহাকুমায় শ্রেষ্ঠ শারদ উৎসবগুলিকে
এ বছরও মহাসপ্তমীর দিন সম্মানিত করা হবে।
যোগাযোগ ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

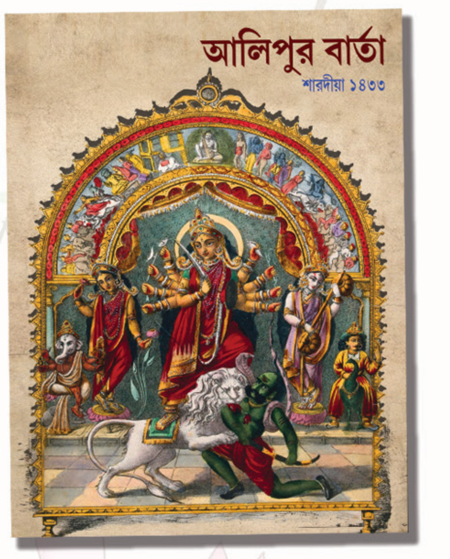

আলিপুর বার্তা
শারদীয়া ১৪৩৩

আধ্যাত্মিক
ড. জয়ন্ত কুশারী, ডা. সুবোধকুমার চৌধুরী

এক্সক্লুসিভ
জাদুশিল্পী ড. পি সি সরকার জুনিয়র
ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং অরিত্র ঘোষ দস্তিদার
ড. জয়ন্ত চৌধুরি
গৌতম বসু
অগ্নিমিত্রা পাল
জয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

গল্প লিখেছেন
দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, সুতপন চট্টোপাধ্যায়,
অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য, শৌভিক গাঙ্গুলী,
সুকুমার মণ্ডল, তাপস প্রামানিক,
রবীন প্রামানিক, বাবুরাম কর্মকার,
কুণাল মালিক

প্রবন্ধ লিখেছেন
দীপককুমার বড় পণ্ডা, পাঁচুগোপাল মাজী,
সৌগত বসু, ড.সঞ্জিত জোতদার, প্রবীর নন্দী,
সুখেন্দু হীরা, দ্রোণ বন্দোপাধ্যায়, বিধান সাহা

সিনেমা
ড. শঙ্কর ঘোষ

ভ্রমণ
শর্মিষ্ঠা সাহা, রাধারমন গাঙ্গুলী

কবিতা লিখেছেন
প্রণব গুহ, স্মৃতি দত্ত, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল,
দত্তা রায়, পার্থসারথি সরকার, ভীম ঘোষ,
বিবেকানন্দ নস্কর, সৌমিত্র কুণ্ডু,
অরুণ কুমার মান্না, শেফালী সরকার,
ইলা দাস, অভিজিৎ মিথ, হিমাংশু মিস্ত্রি,
অনিল কুমার ঠাকুর, আশিস গিরি,
রিনা গিরি, শিপ্রা আঢ্য ব্যানার্জী ,
সঞ্জয় চক্রবর্তী, কল্যাণ রায় চৌধুরী,
অভিনন্দন মাইতি, আরতি দে, টুবলু দত্ত

পুজোর
সেরা
উপহার

সংগ্রহ করতে এখনই যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে অথবা যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
০৩৩ ২৪৭৯ ৮৫৯১ / +৯১ ৯০৮৮৭ ০৩০৪৪

আতশ কাচে

শীর্ষেই স্মৃতি

আইসিসির সর্বশেষ মহিলাদের ওয়ানডে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা। ৭৯০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে তিনি। দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট, তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি। ৬৫২ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর। টি–২০ ব্যাটিংয়ে শেফালি ভার্মা চতুর্থ, স্মৃতি পঞ্চম। বোলারদের তালিকায় শ্রী চরনি প্রথম, দীপ্তি শর্মা দ্বিতীয়।

১১ তেই ইতিহাস

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইংল্যান্ডের দাবাড়ু বোধনা শিবানন্দন মাত্র ১১ বছর বয়সেই সর্বকনিষ্ঠ মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে ইতিহাস গড়লেন। সমরখন্দে শেষ হওয়া ৪৬তম দাবা অলিম্পিয়াডে ইংল্যান্ডের হয়ে শীর্ষ বোর্ডে ১১ রাউন্ড খেলেছেন বোধনা, সংগ্রহ করেছেন ৮ পয়েন্ট। পাশাপাশি দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার নর্মও অর্জন করেছেন তিনি। গত মাসেই ব্রিটেনের সর্বকনিষ্ঠ মহিলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বোধনা।

পানামাকে রুখল

বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে পানামার বিরুদ্ধে ১–১ ড্র করল ভারত। ৪১ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। ৬৮ মিনিটে ওমর ভ্যালেন্সিয়ার গোলে সমতা ফেরায় পানামা। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৪ ধাপ এগিয়ে থাকা পানামার বিরুদ্ধে সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে জয়ও আসতে পারত। ৩ অক্টোবর ব্রাজিল, ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত।

মালিকানা বদল

বড়সড় মালিকানা বদলের মুখে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি। বর্তমান মালিক ম্যাগনাম স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড ১০০ শতাংশ অংশীদারিত্ব হস্তান্তরের চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছেছে। ২০২৬–২৭ মরশুমেই ধাপে ধাপে বদল সম্পন্ন হবে। নতুন মালিকের নাম এখনও জানায়নি ক্লাব। তবে বিভিন্ন রিপোর্টে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির শেখ আহমেদ বিন ফয়সল আল কাসিমির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামের নাম উঠে এসেছে।

ইতিহাস ভিথ্যার

এশিয়ান গেমসে দুর্দান্ত নজির ভিথ্যা রামরাজের। মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫৪.৭৫ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি। একই সঙ্গে ভেঙেছেন পিটি ঊষার ৫৫.৪২ সেকেন্ডের ৪২ বছরের পুরনো জাতীয় রেকর্ড। ভিথ্যার সাফল্যে আবেগঘন বার্তায় অভিনন্দন জানিয়েছেন ঊষা। তাঁর কথায়, নতুন প্রজন্মের হাতে পুরনো রেকর্ড ভাঙাই সবচেয়ে বড় গর্ব।

দলে অভিষেক

ধর্ষণ মামলায় জামিন পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যেই বাংলার রঞ্জি প্রস্তুতি ম্যাচের স্কোয়াডে জায়গা পেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অভিষেক পোড়েল। ১৮ সেপ্টেম্বর চুঁচুড়া আদালত তাঁকে জামিন দেয়। আগস্টে এক মেডিক্যাল পড়ুয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২৩ বছরের ক্রিকেটার। মামলা চলাকালীন সম্ভাব্য সিনিয়র দল থেকে বাদ পড়লেও এবার অনুশীলন ম্যাচের দলে ফিরলেন অভিষেক। আইনি প্রক্রিয়া অবশ্য চলছে।

১৫ হাজারে কোহলি

ওয়ানডেতে দ্রুততম ১৫ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন বিরাট কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র ৪৭ বলে প্রয়োজনীয় ৫৯ রান তুলে শচীন তেণ্ডুলকরের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে এই নজির গড়েন তিনি। এরপর ছক্কায় হাফসেঞ্চুরি এবং সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন কোহলি। ৩১৫ ম্যাচে ৩০৩ ইনিংসে ১৫ হাজার রান পেরোনো বিরাট শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ১৩৯ রানে।

টিকিট বিক্রি

ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া নেই, তবু জ্যাভলিনে শূন্য হাতে ফিরল না ভারত। ৮৫.৭২ মিটার ছুড়ে রুপো যশবীর সিংয়ের, ৮৪.৩৫ মিটারে ব্রোঞ্জ রোহিত যাদবের। যশবীর গড়লেন ব্যক্তিগত সেরা।

জাতীয় জুনিয়র মহিলা ফুটবলে সোনালি জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় জুনিয়র মহিলা ফুটবলে ফের সাফল্যের মুকুট বাংলার মাথায়। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে ডি টি আও ট্রফির ফাইনালে মণিপুরকে টাইব্রেকারে ৩–২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলার মেয়েরা। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের লড়াই শেষ হয়েছিল ১–১ সমতায়। ফাইনালে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে বাংলা। ম্যাচের ১৪ মিনিটে দিয়া বিশ্বাসের গোলে এগিয়ে যায় তারা। তবে বিরতির পর আর লিড ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরায় মণিপুর। এরপর দুই দলই জয়সূচক গোলের সন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠলেও নির্ধারিত সময়ে আর কোনও গোল আসেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয় টাইব্রেকারে। বাংলার হয়ে স্পট কিক থেকে লক্ষ্যভেদ করেন মৌমিতা মাঝি, সুদীপ্তা মণ্ডল ও পল্লবী বর্মন। তবে জয়ের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা বাংলার গোলরক্ষক অন্বেষা নিয়োগীর। দুর্দান্ত দক্ষতায় মণিপুরের দুটি পেনাল্টি আটকে দলকে কাঙ্ক্ষিত ট্রফি এনে দেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন দলের এই সাফল্যে খেলোয়াড়, কোচ এবং সাপোর্টিং স্টাফদের অভিনন্দন জানিয়েছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। ট্রফি নিয়ে শহরে ফেরার পর বাংলার মেয়েদের উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা জানানো হয় হাওড়া স্টেশনে। দুপুরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইএফএর যুগ্ম সহসচিব মহম্মদ জামাল, প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার এবং আইএফএ ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য চিত্তরঞ্জন দাস।

এশিয়াডের সোনা নিয়ে বাংলায় ফিরলেন রানাঘাটের পিঙ্কি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ বছরের অপেক্ষার অবসান। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা কবাডি দলের হয়ে সোনা জিতে সোমবার বিকেলে কলকাতায় ফিরলেন রানাঘাটের রথতলা বাজার এলাকার মেয়ে পিঙ্কি রায়। জাপান থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখতেই পরিবার, ক্রীড়া সংগঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন সোনাজয়ী কবাডি খেলোয়াড়। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ও পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিমানবন্দরে এমন অভ্যর্থনায় আবেগ সামলাতে পারেননি পিঙ্কি। তাঁর কথায়, ''অনেক বেশি ভালো লাগছে। সকলের এত ভালোবাসা দেখে নিজের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। আমার দিদি–সহ সবাই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। এই মুহূর্তে বলার মতো আর কিছু নেই।'' ১৮ বছর ধরে যে স্বপ্ন দেখেছেন, অবশেষে এশিয়াডের সোনা জিতে তা পূরণ হয়েছে। পিঙ্কি বলেন, ''অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। সব কিছুরই একটা টার্গেট থাকে।'' তবে সোনার লড়াই মোটেই সহজ ছিল না। গ্রুপ পর্বে ভারত প্রতিপক্ষকে ১৪ পয়েন্টে হারালেও ফাইনালে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবধান ছিল মাত্র ৩ পয়েন্ট। ফলে শেষ ম্যাচে ভারতীয় দলকে যথেষ্ট কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়। পিঙ্কির কথায়, প্রতিপক্ষকে হারাতে অনেকটাই বেগ পেতে হয়েছে। সোনা জয়ের পর এবার বাংলার টানও স্পষ্ট পিঙ্কির কথায়। একসময় বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি জানান, ''আমি বাংলায় ফিরে এসেছি। বাংলায় ফিরে আসার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। বাংলা যদি সেরকম কিছু দেয়, আমি বাংলায় ফিরে আসব।'' এশিয়াডের সাফল্যের পর রানাঘাটের পিঙ্কির ঘরে ফেরায় নতুন করে আশায় বুক বাঁধছে বাংলার ক্রীড়ামহল। তাঁর সোনার সাফল্যে গর্বিত পরিবার থেকে শুরু করে এলাকার মানুষও।

আত্মরক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুব সমাজের মধ্যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ও নতুন প্রজন্মকে মোবাইল ও যে কোন নেশা মুক্ত করে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করতে, সারাদিনব্যাপী আত্মরক্ষা শিবির আয়োজিত হল মুন্সিরহাট শিমুলতলা আজাদ হিন্দ আনন্দমঠে। আয়োজন করে আইএফএসকে স্কুল অফ ক্যারাটে। সহযোগী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতী হাওড়া জেলার সহ সভাপতি সেন্সী ও যোগ শিক্ষক অমর কাঁড়ার। এখানে উপস্থিত ছিল ৩০০জন ছাত্রছাত্রী, ৭০ জন অভিভাবক ও ২০ জন প্রশিক্ষক।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জার্মান থেকে আগত মার্টিনার বুচলার সেন্সী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জে কে এ ডব্লিউ এফ এর ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান সোমনাথ পাল চৌধুরী ও টেকনিক্যাল চেয়ারম্যান সেন্সী অরিন্দম সিকদার। জগৎবল্লভপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ওম প্রকাশ সিং এবং ক্রীড়াভারতীর বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার। প্রধান অতিথি মার্টিন বুচলার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি এখনো ৬৩ বছর বয়সেও নিয়মিত ক্যারাটে অভ্যাস করি, তোমরাও নিয়মিত ক্যারাটে অভ্যাস করবে কারণ এটি একটি নিত্য সাধনার বিষয়।' ক্রীড়া ভারতীর পক্ষ থেকে শুভেন্দু সরকার বলেন, 'ভারতেই ক্যারাটের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে গিয়ে এই ক্যারাটের বিভিন্ন স্টাইল ও নামের পরিবর্তন হয়েছে।' ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'শুধু মেডেল বা বেল্টের জন্য নয়, দেশের সার্থে খেলাধুলা করতে হবে।' ভারতীয় সকল খেলাধুলার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নেশা মুক্ত যুব সমাজ ও সুস্থ ভারত গড়তে সকল ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শুভেন্দু সরকার। এই শিবিরের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আজাদ হিন্দ স্বেচ্ছাসেবক পরিষদের কার্যকর্তা সেন্সী বিপ্লব ঘোষ।

যোগাসনের আসরে বাংলার ৬০০ প্রতিযোগীর লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহরের ঝাঁ চকচকে ইন্ডোর স্টেডিয়াম নয়, এবার রাজ্য যোগাসনের বড় আসর বসেছিল পাণ্ডবেশ্বরের ইছাপুরে। গ্রামের পরিবেশেই তিন দিন ধরে চলল ৪৪তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ। ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ইছাপুর সি এন হাই স্কুলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলার ২০টি জেলার প্রায় ৬০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। বয়সের বিভিন্ন বিভাগে বালক–বালিকা থেকে পুরুষ ও মহিলা—সকলের অংশগ্রহণে জমে ওঠে যোগাসনের এই রাজ্য আসর। তারকেশ্বরের পশ্চিমবঙ্গ যোগা স্পোর্টস সোসাইটির পরিচালনায় এবং পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন ও ইছাপুর সি এন হাই স্কুলের ব্যবস্থাপনায় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শহরের বাইরে এমন একটি বড় মাপের প্রতিযোগিতা আয়োজন ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও ছিল উৎসাহ।

দ্বিতীয় দিনে প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, সমাজসেবী সুদেব রায়, রাজ্য যোগাসন কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চ্যাটার্জি, ইছাপুর সি এন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ গোপ, প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা তথা পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তরুণ মুখার্জি এবং যুগ্ম সম্পাদক সীমা দত্ত চ্যাটার্জি। গ্রামীণ এলাকায় রাজ্যস্তরের এই আয়োজন হওয়ায় স্থানীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে যোগাসনের প্রতি আগ্রহ আরও বাড়বে বলে জানান জিতেন্দ্র তিওয়ারি। শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন মাইথন অ্যালয়জের সিএমডি সুভাষ আগরওয়াল। তাঁর হাতেই বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের মধ্যে সেরার সম্মান পেয়েছেন হুগলি জেলার বিনোদ চৌধুরী। দ্বিতীয় সেরা হয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার সুরঞ্জয় পাল। মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নদিয়া জেলার প্রমিতি বর্মন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সায়ন্তিকা ভৌমিক। দলগত বিভাগেও সাফল্য এসেছে দক্ষিণ কলকাতার। দক্ষিণ কলকাতা যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, রানার্স হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সব মিলিয়ে ইছাপুরের এই আয়োজন শুধু রাজ্য যোগাসনের প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চ হিসেবেই নয়, শহরের বাইরের প্রতিভাদের সামনে উঠে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগও হয়ে থাকল।

44th WEST BENGAL STATE
YOGASANA CHAMPIONSHIP 2026
Under the auspices of
SPORTS SOCIETY, West Bengal, TARAKESWAR
Organised by
PASCHIM BARDDHAMAN DISTRICT PHYSICAL CULTURE ASSOCIATION
maithan alloys ltd
357
362
363
375
377
378

জাতীয় দলের স্বপ্ন তাইবুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে সারাদিনের পরিশ্রমে বাবার হাতে জমে থাকা সিমেন্টের দাগ। অন্যদিকে সংসারের টানাপোড়েন সামলাতে মায়ের আঙুলে একের পর এক বিড়ি বাঁধার কাজ। হাসনাবাদের বোলদেপোতা গ্রামের সেই ছোট্ট সংসারেই বড় হয়েছে তাইবুর মোল্লা। চারপাশে অভাব, কিন্তু ছেলের চোখে ছিল অন্য ছবি—ফুটবলের মাঠ, গ্যালারির আলো আর একদিন দেশের জার্সি।

বাবা রাজমিস্ত্রি। সকাল হলেই বেরিয়ে পড়েন কাজের সন্ধানে। ইট, বালি, সিমেন্ট নিয়ে সারাদিনের খাটুনি শেষে যা আয়, তা দিয়েই সংসার চলে। মা ঘরে বসে বিড়ি বাঁধেন। সামান্য রোজগারে সংসারের প্রয়োজন মেটানোই যেখানে কঠিন, সেখানে ছেলের ফুটবলের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখাটাও কম লড়াই নয়। কিন্তু তাইবুরকে থামাননি তাঁরা। ছোট থেকেই বল পায়ে মাঠে ছুটত তাইবুর। গ্রামের মাঠ, রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গা—যেখানেই একটু জায়গা মিলেছে, সেখানেই শুরু হয়েছে অনুশীলন। দামি বুট বা আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ সবসময় মেলেনি। কখনও সাধারণ বল, কখনও হাতের কাছে পাওয়া জিনিস দিয়েই চলেছে ফুটবলচর্চা। ব্রাজিলের নেইমার জুনিয়র তাঁর আদর্শ। তাঁকেই দেখে স্বপ্ন দেখেছেন, একদিন নিজের নামটাও বড় মঞ্চে শোনা যাবে। সেই স্বপ্নের পথেই এখন আরও এক ধাপ এগিয়ে তাইবুর। ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে মাঝমাঠে নজর কাড়ার পর সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব–১৭ জাতীয় দলের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে সে। গোয়ার ফতোরদায় হবে সেই পরীক্ষা। এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির আগে জাতীয় দলের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসনাবাদের এই কিশোর।

তাইবুরের কাছে এই সুযোগ শুধু আর একটা ট্রায়াল নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাবা–মায়ের অগণিত পরিশ্রম, সংসারের অভাবের সঙ্গে লড়াই করে ছেলের পাশে থাকার গল্প। বাবার হাতে গাঁথা ইটের সারি আর মায়ের হাতে বাঁধা অসংখ্য বিড়ির ফাঁকেই তৈরি হয়েছে তাঁর স্বপ্নের ভিত। এখন সেই স্বপ্নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পালা। দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর লক্ষ্যে ফতোরদার মাঠে তাইবুরের দৌড়ের পিছনে থাকবে বোলদেপোতার ছোট্ট ঘর, বাবা–মায়ের ভালোবাসা আর হার না মানা এক কিশোরের জেদ।

সাডেন ডেথে বাজিমাত

শ্যামাপ্রসাদ কাপ বাঁকুড়া সম্মিলনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিন দিনের টানটান ফুটবল লড়াই শেষে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মেমোরিয়াল কাপ ২০২৬ উঠল বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের হাতে। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দল–সহ ১৩ দলের প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শেষ হয় ১–১ গোলে। টাইব্রেকারেও দুই দল ৪–৪ গোলে সমতায় থাকায় ম্যাচ গড়ায় সাডেন ডেথে। সেখানেই ১–০ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় সম্মিলনী কলেজ। ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হন বিজয় মান্ডি। প্রতিযোগিতার বেস্ট স্কোরার নীল মান্ডি, বেস্ট গোলকিপার মিরাজ উদ্দিন মণ্ডল এবং সিরিজের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন মাশাং হাঁসদা। প্রবল বৃষ্টিকেও উপেক্ষা করে ফাইনাল দেখতে মাঠে ভিড় করেছিলেন প্রচুর দর্শক। উদ্যোক্তা ডঃ উলফত খান জানান, তিন দিনের প্রতিটি ম্যাচই ছিল উত্তেজনায় ভরা, তবে ফাইনালের লড়াই ছিল সবচেয়ে স্মরণীয়।

খ্যাতির বিড়ম্বনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপ তাঁকে দিয়েছে তারকা খ্যাতি। কিন্তু কেড়ে নিয়েছে শান্তি। বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে রাতারাতি তারকা হয়ে উঠেছিলেন কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহা। কিন্তু তারকা খ্যাতিই এখন গলার কাঁটা। 'দ্য অবজারভার'–কে ভোজিনহা জানিয়েছেন, রাস্তায়, রেস্তোরাঁয় সর্বত্র ছবি, অটোগ্রাফের আবদার, এমনকি গোপনে ভিডিও। অস্বস্তি বাড়ছে। একসময় যে জীবন ছিল স্বস্তির, আজ সেই জীবনেই ফিরতে চান ভোজিনহা। তাঁর কথায়, 'আগের জীবনই ভালো ছিল।'

জলে নামার আগে প্রশাসনিক জটে ডুবে গেল সাঁতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলের লেন আছে, সাঁতারু আছে, প্রতিযোগিতায় নামার প্রস্তুতিও আছে। নেই শুধু স্বাভাবিক ছন্দে চলা রাজ্য সাঁতার। একের পর এক দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ বাংলার সাঁতার সংস্থার স্থায়ী কমিটি কবে ফিরবে, তার উত্তর এখনও অজানা। প্রশাসনিক জটিলতার টানাপোড়েনে কার্যত একটি ক্যালেন্ডার–বর্ষই হারিয়ে যাওয়ার মুখে। আর তার সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হচ্ছে সাঁতারুদের। পরিস্থিতির মধ্যেই সামনে এসেছে নতুন একটি জাতীয় প্রতিযোগিতা। দেশে প্রথমবার হতে চলা শর্ট ডিসট্যান্স জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলার দল পাঠানোর জন্য ইতিমধ্যেই টাইম–ট্রায়ালের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অ্যাড–হক কমিটির তত্ত্বাবধানে সাঁতারুদের সময় মাপা হচ্ছে, সেখান থেকেই জাতীয় স্তরের জন্য দল বেছে নেওয়ার প্রস্তুতি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য পর্যায়ে নিয়মিত প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকলে সাঁতারুদের প্রকৃত মূল্যায়নই বা কীভাবে হবে?

বিতর্কের সূত্রপাত গত বছরের কমিটি ঘিরে। ২৬ অক্টোবর ২০২৫ নতুন কমিটি দায়িত্ব নেয়। সভাপতি ছিলেন দেবাশিস কুমার, সচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহী এবং কোষাধ্যক্ষ স্বপন আদক। প্রায় ছ'মাস পর সেই কমিটি ভেঙে দেয় সাঁতার ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া। গঠনপ্রক্রিয়ায় নিয়ম না মানার অভিযোগ সামনে আসে। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে অ্যাড–হক কমিটি গঠন করা হয় এবং স্থায়ী কমিটি তৈরির জন্য নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য ২৪ জুলাইয়ের সময়সীমা দেওয়া হলেও সেই সময়ের মধ্যে ভোট হয়নি। শৈবাল কুমার শাউয়ের নেতৃত্বাধীন অ্যাড–হক কমিটিই এখনও দায়িত্বে। ডাইভিংয়ে তারকনাথ হাইত, ওয়াটার পোলোয় তারকনাথ শাউ এবং সাঁতারের দায়িত্বে বিশ্বজিৎ ঘোষ রয়েছেন। কমিটির মেয়াদ কীভাবে এবং কোন অনুমোদনের ভিত্তিতে বাড়ল, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অনুমোদনের নথি এখনও রাজ্য সংস্থার হাতে পৌঁছয়নি বলেই জানা যাচ্ছে।

এর আগে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে জাতীয় সাঁতার সংস্থার তরফেও আপত্তি উঠেছিল। সংস্থার সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন কোড মেনে নির্বাচন না করার অভিযোগে বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। ২০২৬ সালের ৮ মে শো–কজ নোটিসও দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ার কথা জানিয়েছিল জাতীয় সংস্থা। ২০২৫ সালের ২ নভেম্বর জমা দেওয়া নির্বাচনী রিপোর্টও নির্ধারিত বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে গ্রহণ করা হয়নি। এই টানাপোড়েনের প্রভাব এখন সরাসরি পড়ছে সাঁতারুদের উপর। গত প্রায় এগারো মাস ধরে নিয়মিত রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা না হওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। শুধু পদক বা রেকর্ডের প্রশ্ন নয়, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার শংসাপত্র অনেক সময় পড়াশোনা এবং চাকরির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে একটি মরশুম হারিয়ে যাওয়া মানে একজন উঠতি সাঁতারুর কাছে শুধু ক্যালেন্ডারের কয়েকটি মাস হারানো নয়, এগিয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগও নষ্ট হওয়া।

এখন আপাতত ভরসা টাইম–ট্রায়াল। কিন্তু সেটাও কতদিন? কবে হবে নির্বাচন, কবে ফিরবে স্থায়ী কমিটি, কবে আবার নিয়মিত রাজ্য প্রতিযোগিতার আসরে নামবেন বাংলার সাঁতারুরা—এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই খুঁজছে রাজ্যের সাঁতারমহল।

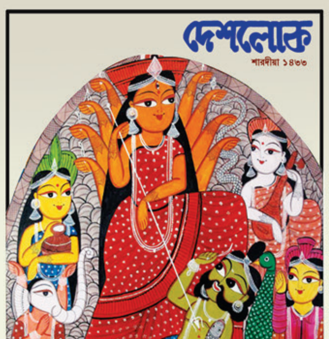

লিখেছেন

সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১২৫তম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
অমিয় চক্রবর্তী ● প্রমথনাথ বিশী
শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
সুকান্ত ভট্টাচার্য ● মহাশ্বেতা দেবী
উত্তমকুমার ● কুমার রায় ● নারায়ণ
দেবনাথ ● প্রবীর(খোকন) সেন

ধর্ম
প্রিয়া শাস্ত্রী
স্মৃতি পথে
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
উপন্যাস
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐতিহাসিক চরিত্রায়ণ
প্রণব গুহ
ভ্রমণ
প্রিয়ম গুহ ও প্রীতম দাস
নাটক
উত্তম রায়
গল্প
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ● সুকুমার মণ্ডল
অরুণোদয় ভট্টাচার্য ● অতীশ চট্টোপাধ্যায়
তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ● শতদ্রু মজুমদার
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ● তৃষ্ণা বসাক
শর্মিষ্ঠা সাহা ● সুমন সরদার

প্রবন্ধ
অশোককুমার ভট্টাচার্য ● মধুময় পাল
দীপককুমার বড় পণ্ডা ● জয়ন্ত চৌধুরী
মানস মণ্ডল ●সঞ্জয় সেনগুপ্ত ● অভীক চট্টোপাধ্যায়
শঙ্কর ঘোষ ● নন্দলাল ভট্টাচার্য ● শৌভিক গাঙ্গুলি
শ্যামলী বসু ● বিধান সাহা

কবিতা
জগদীশ শর্মা ● সুনন্দ ভৌমিক
প্রভাস মজুমদার ● সৌম্য ঘোষ ● দত্তা রায়
প্রবীর মণ্ডল ● স্মৃতি দত্ত ●মিনু প্রধান মন্ডল
ভীম ঘোষ ● অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় ● ইলা দাস
অরুণকুমার মান্না ● উদয় চক্রবর্তী
বিবেকানন্দ নস্কর ● অশোক কুমার ভট্টাচায
অভিনন্দন মাইতি ● মৈত্রী মণ্ডল ● অসীম চক্রবর্তী
হিমাংশু মিস্ত্রি ● বিশ্বনাথ অধিকারী

পুজোর সেরা উপহার
সংগ্রহ করতে এখনই যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে অথবা যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
০৩৩ ২৪৭৯ ৮৫৯১ / +৯১ ৯০৮৮৭ ০৩০৪৪

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com